প্রশিক্ষণ মডিউল

সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনাঃ পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি

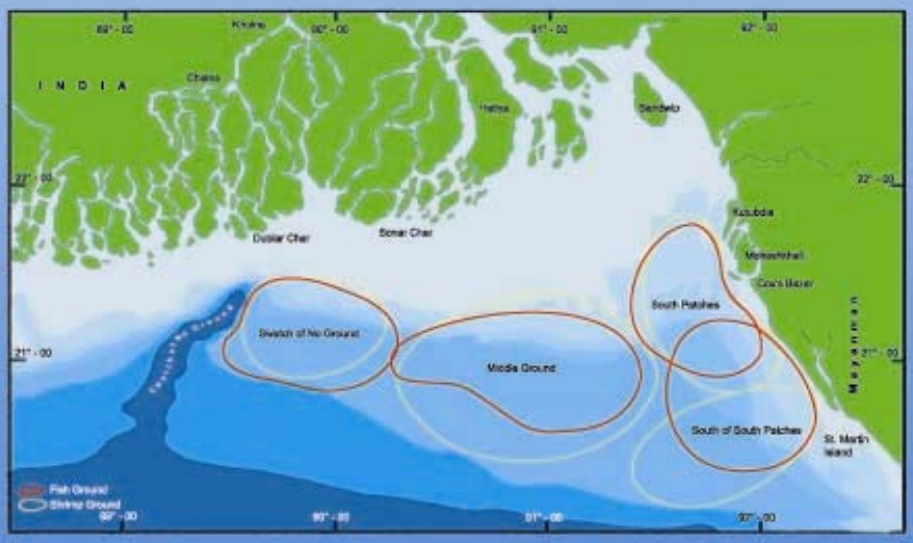

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা জোরদারকরণ প্রকল্প

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রশিক্ষণ মডিউল

সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ঃ পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি

ডিসেম্বর ২০০৯

Strengthening Institutional Capacity of DoF Project
ASPS II: DoF-Danida
Department of Fisheries, Bangladesh

প্রশিক্ষণ মডিউল

সামুদ্রিক ব্যবস্থাপনা ঃ পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি

প্রধান সম্পাদক
মোঃ রফিকুল ইসলাম
মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

সম্পাদনা পরিষদ	মডিউল প্রণয়নে
মোঃ আব্দুল খালেক	এবিএম আনোয়রুল ইসলাম
নারিউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন	মোঃ শফিকুল ইসলাম
সৈয়দ অরিফ আজাদ	মোঃ মনোয়ার হোসেন
মোঃ আমিনুল ইসলাম	তপন কুমার পাল
মোঃ আবুল হাশেম সুমন	মোঃ রফিকুল ইসলাম
মোঃ ইউসুফ খান	মোঃ ইউসুফ খান
রমেশ চন্দ্র মন্ডল	মোঃ আতিয়ার রহমান
মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মোঃ সিরাজুল ইসলাম
ড. এ. কে. ইউসুফ হারুন	

কম্পিউটার কম্পোজঃ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণঃ

প্রকাশকালঃ ডিসেম্বর ২০০৯

প্রকাশ সংখ্যাঃ ৮০০ কপি

প্রকাশনায়ঃ
Strengthening Institutional Capacity of DoF Project
ASPS II: DoF-Danida
Department of Fisheries, Bangladesh

মুদ্রণেঃ

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের গুর"ত্ব অপরিসীম। আবহমানকাল হতে ভাতে মাছে অভ্যস্ড় বাংলাদেশের মানুষ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মূলতঃ মাছ দিয়ে পূরণ করে থাকে । সর্বশেষ হিসেব মত প্রানিজ আমিষের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ আসে মাছ থেকে। এ ছাড়া বৈদেশিক আয়ের প্রায় শতকরা ৪ ভাগ যোগান পাওয়া যায় মাছ হতে। তাছাড়া কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে মৎস্য খাত উলে□খযোগ্য অবদান রেখে আসছে। অপার সম্ভাবনাময় মৎস্য খাতের উৎস ভিত্তিক অবদান বিবেচনায় দেখা যায় অভ্যন্ড়রীন মুক্ত জলাশয় থেকে আসে প্রায় ৪১%, বদ্ধ জলাশয়ের অবদান ৩৯% এবং সমুদ্রিক মৎস্য সম্পদের অবদান প্রায় ২০%। এই তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে সামুদ্রিক অপার সম্ভাবনাময় জলসম্পদ হতে যে পরিমান মৎস্য সম্পদ আহরণ করার কথা তা করা সম্ভব হচ্ছেনা। এর নানবিধ কারণ রয়েছে। সমুদ্রের উপরিতল ও তলদেশীয় মৎস্য সম্পদের সর্বশেষ তথ্য আমাদের জানা নেই। মাছ আহরণে নিয়োজিত ট্রলার, নৌকা ও জালের সঠিক তথ্যাদির অভাব রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে কারিগরি জ্ঞান সমৃদ্ধ জনবলের স্বল্পতা। এসব দিক বিবেচনা করে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক এবং মালয়েশিয়ান সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় " বাংলাদেশ মেরিণ ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মূলতঃ অবতরণ জরিপ, ভাসমান ও তলদেশীয় মৎস্য ও অন্যান্য প্রাণি জরিপ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ, সংযোজন ও জরিপ কাজ পরিচালনা, সম্পদ ও প্রজাতি ভিত্তিক মজুদ অবস্থা ও সর্বোচ্চ স্থয়ীত্বশীল উৎপাদন আহরণ নির্ণয়, ট্রলার বহরে ভিটিএমএস সংযোজন ইত্যাদি। আসল কথা হলো একটি সঠিক পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রন ও তদারকি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের সমুদ্র সীমায় সর্বোচ্চ স্থায়ীত্বশীল মৎস্য আহরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আগামী ২০১৩ সালের মাঝে দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যে অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে তা অর্জন করতে হলে শুধূ শস্য উৎপাদনে আমাদের মনেনিবেশ করলে হবেনা, বরং খাদ্য নিরাপত্তার অন্যান্য উৎগুলোতে আনুপাতিক হারে বিনিয়োগ ও ভিজিল্যান্সের মাধ্যমে প্রানিজ অমিষ যোগান নিশ্চিত করতে হবে। মৎস্য অধিদপ্তরের এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা এ্ বিষয়ে একটি প্রাগ্রসর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছি।

আমি জেনে খুশী হয়েছি যে বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপক্লীয় এলাকায় কর্মরত সকল মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। এই মডিউল রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় যাঁরা নিরলস শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাাই আন্ড়রিক ধন্যবাদ। তবে এই মডিউল প্রণয়নের সার্থকতা হবে তখনই যখন এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হবে।

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	কোর্স প□ান	
০২.	নিবন্ধন ও কোর্স উদ্বোধন	
০৩.	প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন	
০৪.	কোর্স পরিচিতি	
০৫.	বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের পরিচিতি এবং বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা	
০৬.	'ভিশন-২০২১, বাংলাদেশ ঃ সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মৎস্য সাব-সেক্টরের রূপরেখা	
০৭.	সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ, ১৯৮৩	
০৮.	সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ১৯৮৩ (সংশোধনীসহ)	
০৯.	মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ এবং মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৮৫ (সংশোধনী. ২০০০সহ)	
১০.	পরিবীক্ষণ (Monitoring), নিয়ন্ত্রণ (Control) ও তদারকি (Surveillance) পদ্ধতির ধারণা, সংজ্ঞা ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ	
১১.	বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (MCS) কর্মকা◌ের বর্তমান অবস্থা	
১২.	মৎস্য বিষয়ক আন্ড়র্জাতিক আইন ও কনভেনশনসমূহ (UNCLOS, FAO-CCRF, CBD and RAMSAR)	
১৩.	আন্ড়র্জাতিক আইনসমূহের আলোকে বাংলাদেশের একান্ড় অর্থনৈতিক এলাকা (EEZ) নির্ধারণ	
১৪.	মালয়শিয়া ও থাইল্যান্ডসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় MCS পদ্ধতির বর্তমান অবস্থা	
১৫.	প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমার এর সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় MCS পদ্ধতির বর্তমান অবস্থা	
১৬.	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ পরবর্তী পরিচর্যা ও মাছের গুণগত মান সংরক্ষণ	
১৭.	সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের জীবনের নিরাপত্তায় গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ	
১৮.	সমুদ্রে ও উপকূল অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় করণীয়	
১৯.	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে মহিলাদের ভূমিকা	
২০.	মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে করণীয় পদক্ষেপ	
২১.	সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয়	
২২.	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির (MCS) ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ করণীয়-সুপারিশমালা (Action Plan)	
২৩.	কোর্স পুনরালোচনা	
২৪.	কোর্স মূল্যায়ন	
২৫.	প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন	
২৬.	সমাপনী অনুষ্ঠান	
২৭.	শব্দ-সংক্ষেপ তালিকা	

সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ঃ
পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স
মেয়াদকাল ঃ ৫ দিন

দিন	বিবরণ									
১	নিবন্ধন ও কোর্স উদ্বোধন	প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন	কোর্স পরিচিতি	চা বিরতি	বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের পরিচিতি এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা	'ভিশন-২০২১, বাংলাদেশ ঃ সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মৎস্য সাব-সেক্টরের রূপরেখা	সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ, ১৯৮৩	মধ্যাহ্ন বিরতি	সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ১৯৮৩ (১-১০ বিধি)	সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ১৯৮৩ (১১-১৮ বিধি) এবং এর সংশোধনী সমূহ
	০৮:৩০-০৯:০০	০৯:০৫-০৯:৩০	০৯:৩০-১০:০০		১০:১৫-১১:০০	১১:০৫-১২:০৫	১২:১০-১৩:১০		১৪:১০-১৫:১০	১৫:১৫-১৬:১৫
২	পুনরালোচনা, প্রতিভাব ও উপস্থাপন	মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ (সংশোধনী' ২০০০ সহ)			পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণও তদারকি (MCS) পদ্ধতি এর ধারণা, সংজ্ঞা এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ	পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (MCS) পদ্ধতি এর ধারণা, সংজ্ঞা এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ			বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (MCS) কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা	মৎস্য বিষয়ক আর্ন্তজাতিক আইন ও কনভেনশন সমূহ (UNCLOS,FAO-CCRF, CBD and RAMSAR)
	০৯:০০-০৯:৪৫	০৯:৫০-১০:৫০			১১:০৫-১২:০৫	১২:১০-১৩:১০			১৪:১০-১৫:১০	১৫:১৫-১৬:১৫
৩	পুনরালোচনা, প্রতিভাব ও উপস্থাপন	আর্ন্তজাতিক আইন ও কনভেনশন সমূহের আলোকে বাংলাদেশের একান্ড় অর্থনৈতিক এলাকা (EEZ) নির্ধারণ			মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় MCS পদ্ধতির বর্তমান অবস্থা	প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমার এর সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় MCS পদ্ধতির বর্তমান অবস্থা			সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ পরবর্তী পরিচর্যা ও মাছের গুণগতমান সংরক্ষণ	সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের জীবনের নিরাপত্তায় গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ
	০৯:০০-০৯:৪৫	০৯:৫০-১০:৫০			১১:০৫-১২:০৫	১২:১০-১৩:১০			১৪:১০-১৫:১০	১৫:১৫-১৬:১৫
৪	পুনরালোচনা, প্রতিভাব ও উপস্থাপন	সমুদ্রে ও উপকূল অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় করণীয়			সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে মহিলাদের ভূমিকা	মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে করণীয় পদক্ষেপ			সামুদ্রিক জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয়	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির (MCS) ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ করণীয়-সুপারিশমালা (Action Plan)
	০৯:০০-০৯:৪৫	০৯:৫০-১০:৫০			১১:০৫-১২:০৫	১২:১০-১৩:১০			১৪:১০-১৫:১০	১৫:১৫-১৬:১৫
৫	পুনরালোচনা, প্রতিভাব ও উপস্থাপন	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির (MCS) ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ করণীয়-সুপারিশমালা (Action Plan)			কোর্স পুনরালোচনা	কোর্স মূল্যায়ন	প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন	সমাপনী অনুষ্ঠান		
	০৯:০০-০৯:৪৫	০৯:৫০-১০:৫০			১১:০৫-১১:৪৫	১১:৪৫-১২:১৫	১২:১৫-১২:৪০	১২:৪০-১৩:১০		

প্রথম দিন

- নিবন্ধন ও কোর্স উদ্বোধন
- প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন
- কোর্স পরিচিতি
- বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের পরিচিতি, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
- 'ভিশন-২০২১,বাংলাদেশ ঃ সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মৎস্য সাব-সেক্টরের রূপরেখা
- সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ, ১৯৮৩
- সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ১৯৮৩ এবং এর সংশোধনীসমূহ

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০১ সময় ঃ ০৮:৩০-০৯:০০ মেয়াদকাল ঃ ৩০ মিনিট

শিরোনাম ঃ নিবন্ধন ও কোর্স উদ্বোধন

অভীষ্ট দল ঃ উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের নিবন্ধন ও আনুষ্ঠানিকভাবে 'সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ঃ পরিবীক্ষণ,নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি' বিষয়ক কোর্সের উদ্বোধন করা যাতে প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে পরিচিতি ঘটে এবং কোর্স সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

উদ্দেশ্য ঃ এ অধিবেশনে-

- প্রশিক্ষণার্থীরা সুনির্দিষ্ট ফরমে নিজেদের নাম নিবন্ধন করবেন।
- প্রশক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী ও আমন্ত্রিতদের মাঝে পরিচিত ঘটবে।
- আমন্ত্রিত অতিথিগন কোর্স সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে কোর্স সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হবে।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			২০ মিনিট
	• প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ • সুনির্দিষ্ট ফরমে প্রশিক্ষণর্থীদের নাম নিবন্ধন • একজন প্রশিক্ষণার্থী ও একজন আমন্ত্রিত অতিথি কোর্সের ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান। • প্রধান অতিথি কর্তৃক কোর্স উদ্বোধন।	বক্তৃতা	
সার - সংক্ষেপ			৫ মিনিট
	• প্রশিক্ষক কর্তৃক আমন্ত্রিত অতিথি ও প্রশিক্ষণার্থীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন। • পরবর্তী অধিবেশনে সার্বিকভাবে কোর্সের মৌলিক অবকাঠামো এবং কিছু আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা।	বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : ব্যানার, নিবন্ধন ফরম, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, ইত্যাদি।			

mvgw` K grm¨ e¨e¯vcbv

পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা জোরদারকরণ প্রকল্প (এসআইসিডি)

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মেয়াদকাল ঃ .....থেকে..... পর্যন্ড়

স্থান ঃ

রেজিষ্ট্রেশন

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	দপ্তরের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স	স্বাক্ষর
০১.						
০২.						
০৩.						
০৪.						
০৫.						
০৬.						
০৭.						
০৮.						
০৯.						
১০.						
১১.						
১২.						
১৩.						
১৪.						
১৫.						
১৬.						

কোর্স ফ্যাসিলিটেটর এর স্বাক্ষর
কোর্স ফ্যাসিলিটেটর এর নাম
পদবী:
তারিখ:

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিনঃ ০১ সময় ঃ ০৯:০৫-০৯:৩০ মেয়াদকালঃ ২৫ মিনিট

শিরোনাম ঃ প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন

অভীষ্ট দল ঃ **উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ**

লক্ষ্য ঃ এই অধিবেশনে সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়ন করা, যাতে তাঁরা তাঁদের বর্তমান জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী জ্ঞানের তুলনা করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়নপত্র পূরণ করবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা ঃ	• প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়নের উদ্দেশ্য । • কীভাবে মূল্যায়নপত্র উপস্থাপিত হয়েছে। • কীভাবে মূল্যায়নপত্র পূরণ করতে হবে।	বক্তৃতা	২ মিনিট
বিষয়বস্তু ঃ	• অংশগ্রহণকারীদের বসার আয়োজন। • প্রশ্নপত্র বিতরণ। • মূল্যায়ন অধিবেশন (১৫মিনিট)। • মূল্যায়নপত্র সংগ্রহ করা।	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর	১৮ মিনিট
সার-সংক্ষেপ ঃ	• কোর্স মূল্যায়নের সাথে সংযোগ সাধন। • মূল বিষয়ের ব্যাখ্যা করা।	প্রশ্নোত্তর	৫ মিনিট
সহায়ক সামগ্রী ঃ ল্যাপটপ,অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি, প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী মূল্যায়নপত্র ও ঘড়ি।			

সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ঃ পরিবীক্ষণ,নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

মেয়াদকাল ঃ ০৫ দিন

কোর্স মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

প্রশিক্ষণ পূর্ব মূল্যায়নপত্র

নাম..... পদবী.....

কর্মস্থল.....

পূর্ণমান -১০০ সময়–১৫ মিনিট

সকল প্রশ্নের মান সমান। সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দিন।

১। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একান্ড় অর্থনৈতিক এলাকা (EEZ) কত নটিক্যাল মাইল পর্যন্ড় ?

ক) ১৫০ খ) ২০০ গ) ২৫০ ঘ) ৩৫০

২। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের টেরিটোরি ওয়াটার কত নটিক্যাল মাইল পর্যন্ড় ?

ক) ১০ খ) ২৫ গ) ১২ ঘ) ৩০

৩। বাংলাদেশের সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (Marine Reserve) এর মোট আয়তন কত বর্গ নটিক্যাল মাইল ?

ক) ২০৪ খ) ২২৫ গ) ২৪০ ঘ) ৩০০

৪। বাংলাদেশের কোস্ট লাইন কত কিলোমিটার ?

ক) ৪০০ খ) ৫১০ গ) ৫৭৫ ঘ) ৭১০

৫। বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে জলায়তন কত বর্গ কিলোমিটার ?

ক) ১,৪৭,৫৭০ খ) ১,৬৬,০০০ গ) ১,৭০,৫৭০ ঘ) ১,৭৫,০০০

৬। বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলার সংখ্যা কয়টি ?

ক) ১০ খ) ১২ গ) ১৪ ঘ) ১৯

৭। সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ও বিধিমালা কোন সালে জারী করা হয় ?

ক) ১৯৭২ খ) ১৯৭৪ গ) ১৯৮৩ ঘ) ১৯৮৫

৮। প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে কোন আইন বলে ?

ক) মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০/সংশোধনী ২০০০ খ) সামুদ্রিক মৎস্য আইন ১৯৮৫

গ) জলাধার সংরক্ষণ আইন ১৯৪৭ ঘ) কোনটিই না

৯। বঙ্গোপসাগরে প্রধান মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রের সংখ্যা কয়টি ?

ক) ২ খ) ৪ গ) ৭ ঘ) ১০

১০। সর্বোচ্চ জোয়ারে যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের মৎস্য আহরণ এলাকা উপকূল হতে কত মিটার গভীরতা পর্যন্ড় নির্ধারিত ?

ক) ১০ খ) ২০ গ) ২৫ ঘ) ৪০

১১। বেহুন্দি জাল (Set Bag Net) এর শেষ-প্রান্ড় (Cod End) এর ফাঁসের (Mesh Size) আকার কত মিলিমিটার পর্যন্ড় নির্ধারিত ?

ক) ৩০ খ) ৪৫ গ) ৬০ ঘ) ৬৫

১২। চিংড়ি ট্রলারে ব্যবহৃত জালের শেষ-প্রান্ড় (Code End) এর ফাঁসের (Mesh Size) আকার কত মিলিমিটার পর্যন্ড় নির্ধারিত?

ক) ৪৫ খ) ৬০ গ) ৬৫ ঘ) ৭০

১৩। মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলার পরিচালনাকারীকে কি নামে অভিহিত করা হয়?

ক) মেট খ) প্রধান প্রকৌশলী গ) স্কিপার ঘ) কোনটিই না

১৪। হাজারী বরশী বা লংলাইন ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারনতঃ কী মাছ ধরা হয় ?

ক) চিংড়ি খ) ডিমার্সেল বা তলদেশীয় মাছ গ) পেলাজিক বা উপরিতলের মাছ গ) ইলিশ মাছ

১৫। কোন মাছকে পেলাজিক বা উপরিতলের মাছ বলা হয় ?

ক) চিংড়ি খ) টুনা গ) বাইম ঘ) লবস্টার

১৬। সাগরে পার্স সিন (Purse Seine) জাল দিয়ে কী ধরনের মাছ ধরা হয় ?

ক) ডিমার্সেল খ) পেলাজিক গ) স্কুইড ঘ) চিংড়ি

১৭। কোন জাল অধিকতর পরিবেশ বান্ধব (Eco-friendly) ?

ক) ঠেলা জাল খ) বেহুন্দি জাল গ) ট্রামেল জাল ঘ) ভাসান জাল

১৮। দেশের মোট উৎপাদিত মৎস্যের কত ভাগ সমুদ্র থেকে আহরণ করা হয় ?

ক) ২৩% খ) ২৫% গ) ২৮% ঘ) ৩০%

১৯। জীববৈচিত্র বলতে কী বুঝি?

ক) উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের পার্থক্য খ) উদ্ভিদ ও প্রাণি প্রজাতির বৈচিত্রময় সমাহার

গ) নানা প্রজাতির মৎস্যের সমাহার ঘ) জড় ও জীবজগতের প্রজাতির সমাহার

২০। নীচের কোনটি বৈশ্বিকভাবে বিপন্ন প্রাণি হিসাবে স্বীকৃত ?

ক) বোয়াল মাছ খ) বাগদা চিংড়ি গ) তিমি হাঙ্গর ঘ) টুনা মাছ

২১। 'ভিশন -২০২১, বাংলাদেশ ঃ সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনার সময়কাল–

ক) ২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১ খ) ২০১০-১১ থেকে ২০১২-১৩

গ) ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৬-১৭ ঘ) ২০১৩-১৪ থেকে ২০২০-২১

২২। আধুনিক ব্যাখ্যায় 'জেন্ডার'বলতে বুঝায়–

ক) নারী ও পুর"ষের মধ্যকার শারীরিক পার্থক্য খ) নারী ও পুর"ষের মধ্যকার সামাজিক পার্থক্য

গ) নারী ও পুর"ষের মধ্যকার পোষাকের পার্থক্য ঘ) কোনটাই না

২৩। নীচের কোনটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ?

ক) গৃহযুদ্ধ খ) নাশকতা গ) জলোচ্ছাস্ ঘ) বর্ণবিদ্বেষ

২৪। নীচের কোনটি মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ নয়?

ক) গৃহযুদ্ধ খ) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গ) ভূমিকম্প ঘ) নাশকতা

২৫। ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংকেত এর ৮নং মহা বিপদসংকেত হলো–

ক) ঝড়টি বন্দরের দক্ষিণ দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে।

খ) ঝড়টি বন্দরের উত্তর দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে।

গ) ঝড়টি বন্দরের উপর দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে।

ঘ) কোনটিই না

২৬। ফিশিং লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে মৎস্য নৌযানের বা ট্রলারের যে বিষয়টি নিশ্চিৎ করতে হবে–

ক) নৌযানটি কাঠের তৈরী

খ) নৌযানে ওয়ারলেস ও রেডিও সেট আছে

গ) নৌযানে ঘটি-বাটির সেট আছে

ঘ) নৌযানটি ষ্টীলের তৈরী

২৭। পরিবীক্ষণ (Monitoring) বলতে কি বুঝি?

ক) তথ্য সংগ্রহ, পরিমাপ ও তথ্য বিশে□ষন

খ) আইন প্রণয়ন

গ) আইনের প্রয়োগ

ঘ) কোনটিই না

২৮। পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি পদ্ধতি বাস্ড়বায়নের আধুনিক প্রযুক্তি কোনটি?

ক) VTMS (ভ্যাসেল ট্র্যাকিং মনিটরিং সিষ্টেম)

খ) FAD (ফিশ এ্যাগ্রিগেটিং ডিভাইস্)

গ) Fish Pass (ফিশ-পাশ)

ঘ) কোনটিই না

২৯। আকাশপথে সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নজরদারীর ব্যবস্থা রয়েছে কোন দেশে ?

ক) বাংলাদেশে খ) মালয়েশিয়ায় গ) নেপালে ঘ) মিয়ানমারে

৩০। HACCP বলতে বুঝায়–

ক) Have a change for cooperation with processor

খ) Hazard Analysis Critical Control Point

গ) Have a Chain toCheat with Packer

ঘ) Hatchery and Aquaculture Critical Control Point

৩১। মাছের গুণাগুণ সংরক্ষণ করতে হলে কোন বিষয়ে বেশী গূর"ত্ব দিতে হবে ?

ক) আলো নিয়ন্ত্রণ খ) তাপ নিয়ন্ত্রণ গ) বাতাস নিয়ন্ত্রণ ঘ) সবগুলোই

৩২। হ্যাসাপ (HACCP) কী ?

ক) মাছের বংশগতি পরীক্ষার পদ্ধতি

খ) মাছের গুণগতমান সংরক্ষণের পদ্ধতি

গ) মাছের শ্রেণীবিন্যাসের পদ্ধতি

ঘ) মাছের মজুদ জরীপ পদ্ধতি

৩৩। চিংড়ি বা মাছ পরিবহনে জন্য কী ব্যবহার করা উচিৎ ?

ক) বাঁশের ঝুড়ি খ) প□াষ্টিকের বাক্স গ) কাগজের ব্যাগ ঘ) সবগুলোই

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০১ সময় ঃ ০৯:৩০ - ১০:০০ মেয়াদকাল ঃ ৩০ মিনিট

শিরোনাম ঃ কোর্স পরিচিতি

অভীষ্ট দল ঃ উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে কোর্সের মৌলিক বিষয়াদি, কোর্সের সাথে সম্পর্কযুক্ত আনুষঙ্গিক কার্যাদি এবং প্রশিক্ষণার্থীদের একে অপরকে ভালভাবে জানার ও বোঝার সুযোগ করে দেয়া যাতে তাঁরা কোর্সের সার্বিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হন এবং খোলামেলা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- একে অপরকে ভালভাবে জানতে ও বুঝতে পারবেন
- সুনির্দিষ্ট প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ পূর্ব মূল্যায়ন সম্পাদন করতে পারবেন
- কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং অবকাঠামো সম্পর্কে বলতে পারবেন
- কোর্স থেকে তাঁদের প্রত্যাশা কী তা ব্যক্ত করতে পারবেন
- প্রশিক্ষণকালীন সময়ে মেনে চলার জন্য একটি নীতিমালা তৈরী করতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	• স্বাগতম • প্রশিক্ষক কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে কোর্সের গুরুত্ব ব্যাখ্যা		
বিষয়বস্তু			১৫ মিনিট
	• প্রশিক্ষণ পূর্ব মূল্যয়ন • প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে পরিচিতি • প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা • কোর্সের লক্ষ্য উদ্দেশ্য • সময়সূচি • প্রশিক্ষণ নীতিমালা • প্রাত্যহিক জার্নাল, গ্রাফিটি বোর্ড, মুড মিটার ও পুনরালোচনা	একক অনুশীলনী প্রশ্নোত্তর, বক্তৃতা ও মতামত যাচাই।	
সার- সংক্ষেপ			১০ মিনিট
	• মূল বিষয়ের পুনরালোচনা • উদ্দেশ্য যাচাই • পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ • হ্যান্ডআউট বিতরণ • ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	প্রশ্নোত্তর	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ঃ ল্যাপটপ, অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি, হোয়াইট বোর্ড মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, ভিপকার্ড, প্রশ্নপত্র, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি।			

কোর্স পরিচিতি

কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যাতে তাঁরা অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কাজে প্রয়োগ করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ এই প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগেণ -

- বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বলতে পারবেন
- 'ভিশন-২০২১, বাংলাদেশ ঃ সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মৎস্য সাব-সেক্টরের রূপরেখা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন
- বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি পদ্ধতি ও এর গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে পারবেন
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে বলতে পারবেন
- ভারত, মিয়ানমার, মালয়শিয়া, থাইল্যান্ডসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় MCS পদ্ধতির বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বলতে পারবেন
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনায় মহিলাদের সম্পৃক্ততা বিষয়ে বলতে পারবেন
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবেন
- মাছের আহরণ পরবর্তী পরিচর্যা ও গুণগত মান সংরক্ষণ সম্পর্কে বলতে পারবেন
- সমুদ্রে ও উপকূল অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় করণীয়
- সমুদ্রে ও উপকূল অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় করণীয়
- আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবেন
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির (MCS) ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ করণীয়-সুপারিশমালা (Action Plan) প্রণয়ন করবেন এবং
- সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিজ এলাকায় ভূমিকা রাখতে পারবেন।

কোর্স পরিচিতি

প্রাত্যহিক জার্নাল

একক অনুশীলনী

এ অনুশীলনীর উদ্দেশ্য হলো কোর্স হতে অর্জিত জ্ঞানের প্রতিফলন করা যাতে প্রশিক্ষণার্থীগণ কোর্সের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার গুর"ত্ব অনুধাবন করে ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে এ জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের ব্যাপারে ব্যক্তিগত অনুভূতি সম্পর্কে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

- প্রতিদিনের শেষে ৫-১০ মিনিট সময় ঐ দিনের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিজে নিজে পুনরালোচনা কর"ন।
- কোর্স থেকে ব্যক্তিগতভাবে কি শিখলেন, কেন বিষয়টি আপনার কাছে গুর"ত্বপূর্ণ ছিল এবং ভবিষ্যতে কীভাবে প্রয়োগ করবেন তা সংক্ষিপ্তভাবে লিখুন।
- নিম্নের ছক অনুযায়ী সংক্ষিপ্তভাবে কোর্সের বিষয়াদি লিখে রাখতে পারেন।

কার্যক্রম	কার্যক্রম থেকে ব্যক্তিগতভাবে কী শিখলাম	যা শিখলাম কীভাবে তা কাজে প্রয়োগ করব
প্রত্যাহিক জার্নাল	ভবিষ্যত প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার জন্য প্রাত্যহিক জার্নাল নিয়মিত ও ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষণের গুর"ত্ব।	সমস্ড় শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আমি এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবো এবং আমার প্রশিক্ষণে এ পদ্ধতি চালু করব।

প্রাত্যহিক একক অনুশীলনী

গ্রাফিটি বোর্ড

একক অনুশীলনী

এ অনুশীলনীর উদ্দেশ্য হলো কোর্সের বিভিন্ন কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও প্রতিভাবের সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশে সফলভাবে কোর্স পরিচালনায় প্রশিক্ষক প্রয়োজনীয় মতামত পেতে পারেন এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

- কোর্সে সার্বিক কার্যক্রমের উপর কোন মতামত বা পরামর্শ থাকলে তা Graffiti Board- এ লিপিবদ্ধ করুন। প্রশিক্ষক প্রতিদিন বোর্ড দেখবেন এবং উলি□খিত মতামতের প্রতিভাব দেবেন।

প্রাত্যহিক একক অনুশীলনী

মুড মিটার

প্রতিদিনের অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণের মনোভাব অর্থাৎ তাঁরা ঐ দিনের অধিবেশনসহ সামগ্রিকভাবে তাঁদের সন্তুষ্টির বিষয়টি 'মুড মিটারের' মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন। সহায়তাদানকারী আর্ট শীটে ছবির মাধ্যমে তিন ধরনের সন্তুষ্টির বিষয় উপস্থাপন করবেন। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যেকে প্রতিদিন অধিবেশন শেষে টিক(√) চিহ্নর মাধ্যমে তা পূরণ করবেন।

দিন	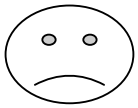	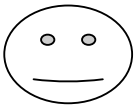	
১ম			
২য়			
৩য়			
৪র্থ			
৫ম			

প্রাত্যহিক একক অনুশীলনী

প্রাত্যহিক পুনরালোচনা

একক/ দলীয় অনুশীলনী

এ অনুশীলনীর উদ্দেশ্য হলো পূর্বদিনের কার্যক্রম পুনরালোচনা এবং তা উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে অংশগ্রহণকারীগণ অর্জিত অভিজ্ঞতার বিনিময় করতে পারেন।

পুনরালোচনা

- প্রথম দিন ব্যতীত প্রতিদিন শুর"তেই লটারির মাধ্যমে ঐ দিনের পুনরালোচনা অধিবেশন উপস্থাপনার জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। যিনি আগের দিনের উপস্থাপিত সমস্ড় অধিবেশন থেকে গুর"ত্বপূর্ণ একটি শিক্ষণীয় বিষয়ের ওপর ৫ মিনিট সময় বক্তব্য রাখবেন। বক্তব্যের মূল বিষয় হবে বিষয়টি কী, কেন গুর"ত্বপূর্ণ এবং কীভাবে তা ভবিষ্যতে কাজে লাগবেন।
- একইভাবে প্রশিক্ষক আর একজন প্রশিক্ষণার্থীকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করবেন যিনি গত দিনের সমস্ড় বিষয়গুলো সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ১৫ মিনিট সময় ধরে পুনরালোচনা করবেন।
- উপরোক্ত দু'জন উপস্থাপকের সার্বিক উপস্থাপনার ওপর ১০মিনিট সময়ে প্রথমে সকল প্রশিক্ষণার্থী ও পরে প্রশিক্ষক ভাল ও মন্দ প্রতিভাব দেবেন।
- কোন অংশগ্রহণকারীর গতদিনের আলোচনায় কোন বিষয় জানতে বা বুঝতে অসুবিধা হলে তা সংশোধন করে নিন।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০১ সময় ঃ ১০:১৫ - ১১:০০ মেয়াদকাল ঃ ৪৫ মিনিট

শিরোনাম ঃ বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের পরিচিতি, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

অভীষ্ট দল ঃ উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ।

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব, বিষেশভাবে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- খাদ্য হিসেবে মাছের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারেন।
- বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে মাছের অবদান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মৎস্য তথা সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা, আবাসস্থল ও বিচরণক্ষেত্র সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন
- মাছ আহরণের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাছ আহরণের টেকসই আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বর্তমানে মৎস্য সেক্টরের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৩ মিনিট
	• স্বাগতম • উপযোগী উদ্দীপক কার্যক্রম • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৩৭ মিনিট
	• খাদ্য হিসেবে মাছের গুরুত্ব, মাছের পুষ্টিগুণ • বাংলাদেশের মৎস্য ও সম্পদের পরিচিতি • বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন • সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকা ও বিদ্যমান আহরণ পদ্ধতি • মাছ আহরণের টেকসই আধুনিক পদ্ধতি • সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ • সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সমস্যাবলী ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর ঘটনা বিশে□ষণ (ছোট দলীয় অনুশীলন)	
সার- সংক্ষেপ			৫মিনিট
	• মূল বিষয়সমূহ পুনরালোচনা • উদ্দেশ যাচাই • হ্যান্ডআউট বিতরণ • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : ল্যাপটপ, অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি, বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট, ইত্যাদি।			

হ্যান্ড আউট

দিন ১ **অধিবেশন ৪**

বিষয়ঃ বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের পরিচিতি এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

ভূমিকা

বাংলাদেশের সুদীর্ঘ ৭১০ কিলোমিটার বিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চল ও তটরেখা হতে বঙ্গোপসাগরের ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ড় একান্ড় অর্থনৈতিক এলাকা (Exclusive Economic Zone-EEZ) রয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের পলিমাটিসমৃদ্ধ উপকূলীয় এলাকা খুবই উর্বর এবং মোহনায় রয়েছে নানা উপাদানে সমৃদ্ধ মিঠাপানি ও লোনাপানির মিশ্রণ। প্যারাবনসমৃদ্ধ উপকূলীয় অঞ্চল মাছের লালন ও প্রতিপালন ক্ষেত্র। মোহনা অঞ্চল থেকে গভীর সমুদ্র পর্যন্ড় ক্রমান্বয়ে ঢালু হয়ে যাওয়া সাগরের মহীসোপান প্রতিবেশের জন্য খুবই তাৎপর্যপূণ এবং লবণসহ নানাবিধ সম্পদে ভরপুর যা আহরণ করে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ দৈনন্দিন চাহিদার বিরাট অংশ পূরণ করে থাকি। মাছ দারিদ্রবিমোচনে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সেক্টরের ভূমিকা অনেক। জাতীয় আয়ের প্রায় ৪(চার) শতাংশ এবং কৃষিজ আয়ের শতকরা প্রায় ২১ভাগ আসে মৎস্যখাত থেকে। দেশের প্রায় ১.২৫ কোটি মানুষ জীবন-জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্যখাতের ওপর নির্ভরশীল। প্রায় ১৩ লক্ষ লোক সার্বক্ষণিকভাবে মৎস্যপেশায় নিয়োজিত। দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ মাছ থেকে পেয়ে থাকি। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় তা অপর্যাপ্ত। আমাদের মিঠাপানির মৎস্যসম্পদ অনেকাংশেই আগের তুলনায় কমে গেছে। আমাদের লোনা পানির সম্পদ কম নয়। অসংখ্য খাল-বিল, খাড়ি, নদ-নদী, মোহনা ও বিশাল একান্ড় অর্থনৈতিক এলাকা জুড়ে আমাদের লোনাপানির সম্পদ বিস্ড়ৃত। বর্তমান নিবন্ধে বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের পরিচিতি এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

মৎস্য সম্পদের উপকারিতা

আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে আমিষ বা প্রোটিনের অধিকাংশই পেয়ে থাকি মাছ হতে। আমিষ জাতীয় খাদ্যের মাঝে প্রাণিজ আমিষ উচ্চ মানসম্পন্ন এবং এই আমিষই মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ড় দেহের অতীব গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শরীর ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধিসহ শিশুদের মস্ড়িষ্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ সাধনে প্রাণিজ আমিষের অবদান অনস্বীকার্য। শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূরীকরণসহ গর্ভাবস্থায় প্রসূতির অপুষ্টি পূরণেও আমিষ জাতীয় খাদ্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাণিজ আমিষের মধ্যে মৎস্য আমিষই উত্তম। এ আমিষ সহজপাচ্য এবং মাছের হাড় ও কাঁটা নরম ও সর" হওয়ায় সহজেই হজম হয়ে শরীর গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সহায়তা করে। এছাড়া মাছের অন্যান্য পুষ্টি উপাদান হচ্ছে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লোহা ও ভিটামিন-এ। এগুলো মানবদেহের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় ও গঠনমূলক কাজে লাগে। সামুদ্রিক মাছের তেল রক্তের কোলেস্টেরল কমায়, ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ

আমাদের দেশে মিঠাপানিতে প্রায় ২৬০ প্রজাতির মাছ ও ২৪ প্রজাতির চিংড়ি রয়েছে। সমুদ্রে রয়েছে প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মৎস্য, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি ও ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া । এ ছাড়াও বিদেশ থেকে আনা ১২ (বার) প্রজাতির মাছ বাংলাদেশের মিঠাপানিতে ও উপকূলীয় অঞ্চলে চাষ করা হয়।

মৎস্য জীববৈচিত্র

উপকুলীয় অঞ্চল সহ সামুদ্রিক জলাশয় অভ্যন্ড়রীণ জলাশয় হতে জীববৈচিত্রে বেশী সমৃদ্ধ। মাছ ও চিংড়ি প্রজাতির পাশাপাশি রয়েছে ৫ প্রজাতির লবস্টার, ২ প্রজাতির রাজ কাঁকড়া, ৬ প্রজাতির কস্তুরা, ৪০০ প্রজাতির ঝিনুক-শামুক, ৩৩ প্রজাতির সাগর কুসুম, ১১ প্রজাতির তিমি/ডলফিন, ২ প্রজাতির তারা মাছ, ৩ প্রজাতির স্পঞ্জ, ৪ প্রজাতির কচ্ছপ, ৫৬ প্রজাতির শৈবাল, ১৩ প্রজাতির প্রবাল ইত্যাদি।

জাতীয় মাছ ইলিশ

মোট মাছ উৎপাদনের প্রায় ১৩-১৪ ভাগ ইলিশ। ২০০৭-০৮ সালে ইলিশের উৎপাদন ছিল ২.৯০ লক্ষ মেঃ টন । ২০০৭-০৮ সালে ২৬৪৭মেঃ টন ইলিশ রপ্তানী করে প্রায় ৭৫.৪৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। জিডিপি'তে ইলিশের অবদান প্রায় ১.২৫%। ইলিশ উপকূলীয় অঞ্চলের ১৪৫ উপজেলার ৪.৫ লক্ষ জেলের জীবন জীবিকা। মেঘনার ঢালচর, মৌলভীর চর, মনপুরা, কালির চর ইলিশের প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র। বছরে প্রায় ২০ হাজার মে.টন জাটকা ধরা হয়। নির্বিচারে জাটকা ধরা না হলে ইলিশের উৎপাদন ও রপ্তানী আয় আরও বাড়ত।

সুন্দরবনের জলাশয়

প্রাকৃতিক ভারসাম্য, প্রজনন, পরিভ্রমন ও বিচরণ ক্ষেত্র হিসাবে সুন্দরবনের জলাশয় খুবই সমৃদ্ধ। উপকুলীয় দুই থেকে আড়াই লক্ষ জেলেদের জীবন জীবিকায় উলে□্যখযোগ্য অবদান রাখছে সুন্দর বনের জলাশয়।

বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদন

বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদন ক্রমবর্ধনশীল। বিগত ১৯৯৮-৯৯ সালে বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন হয়েছিল ১৫.৫৩ লক্ষ মেঃ টন। বর্তমান সময়ে তা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বৎসর (২০০৭-০৮) উৎপাদিত মাছের পরিমান প্রায় ২৫.৬৩ লক্ষ মেঃ টন। নিচে বাংলাদেশের জলায়তনসহ বিগত ২০০৭-০৮ সালে বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেওয়া হলো:

ক্রমিক নং		জলায়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	শতকরা অংশ	উৎপাদন/আয়তন (কেজি/হেক্টর)
১.	অভ্যন্ড়রীণ জলাশয়	৪,৫৭৫,৭০৬	২,০৬৫,৭২৩	৮০.৫৯%	
১.১	মুক্ত জলাশয়	৪,০৪৭,৩১৬	১,০৬০,১৮১	৪১.৩৬%	
১.১.১.	নদী ও মোহনা	৮৫৩,৮৬৩	১৩৬,৮১২		১৬০
১.১.২.	সুন্দরবন	১৭৭,৭০০	১৮,১৫১		১২০
১.১.৩.	বিল	১১৪,১৬১	৭৭,৫২৪		৬৭৯
১.১.৪.	কাপ্তাই লেক	৬৮,৮০০	৮,২৪৮		১২০
১.১.৫.	প□াবনভূমি	২,৮৩২,৭৯২	৮১৯,৪৪৬		২৮৯
১.২.	বদ্ধ জলাশয়	৫২৮,৩৯০	১,০০৫,৫৪২	৩৯.২৩%	
১.২.১	পুকুর	৩০৫,০২৫	৮৬৬,০৪৯		২,৮৩৯
১.২.২.	বাঁওড়	৫,৪৮৮	৪,৭৭৮		৮৭১
১.২.৩.	চিংড়ি খামার	২১৭,৮৭৭	১৩৪,৭১৫		৬১৮
৩.	সামুদ্রিক জলাশয়		৪৯৭,৫৭৩	১৯.৪১%	
৩.১.	ট্রলার		৩৪,১৫৯		
৩.২.	আর্টিসেনাল		৪৬৩,৪১৪		
	সর্বমোট :		২,৫৬৩,২৯৬	১০০.০০%	

বাংলাদেশে মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত জাল ও সরঞ্জামাদি

পূর্বেই উলে□খ করা হয়েছে যে, মিঠাপানি ও সাগরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের মাছ বসবাস করে। তাই বিভিন্ন জাতের মাছ আহরণের জন্য এলাকা ভেদে নানা রকমের জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পূর্বে তুলা থেকে তৈরী সূতা দিয়ে জাল বুনা হত। বাঁশ ও অন্যান্য স্থানীয় উপকরণ দিয়ে নানা ধরনের ফাঁদ তৈরি করা হত। মৎস্যজীবীরা বুদ্ধি খাটিয়ে এগুলো উদ্ভাবন করতো। নাইলন, পলিথিলিন, টায়ারকর্ড সহ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদির আবিস্কারের ফলে বর্তমানে এগুলো দিয়ে জাল বানানো হয়। আগে হাতে জাল বুনা হতো। সেই জাল গাব ফলের রস ও প্যারা গাছের কসে ভিজিয়ে পাকানো হতো। বর্তমানে অধিকাংশ জালই মেশিনে বানানো হচ্ছে। এছাড়াও বাঁশ, বেত, লোহা, সীসা ইত্যাদি দিয়ে মাছ ধরার বিভিন্ন সরঞ্জামাদি বানানো হচ্ছে। বিদেশ থেকেও অনেক ধরনের উপকরণ আজকাল মাছ ধরার জন্য আনা হয়।

বাংলাদেশে প্রায় ৩০ ধরনের ফাঁস জাল, ৩০ ধরনের বেড় জাল, ৫ ধরনের স্থির বেড় জাল, ১১ ধরনের টানা জাল, ৯ ধরনের খুঁটি জাল, ১৬ ধরনের ফ্রেম বদ্ধ জাল, ৩ ধরনের ঝাঁকি জাল, ২৬ ধরনের ফাঁদ, ৮ রকম কোচ এবং নানা আকারের বড়শী দিয়ে মিঠা পানিতে অর্থাৎ নদ-নদী খাল-বিলে হাওড়ে-বাওরে পুকুরে নালা-খন্দকে মাছ ধরা হয়।

উপকূলে ও অগভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য প্রধানত: বেহুন্দি জাল, বেড় জাল, টানা জাল, কুক্করি জাল, ভাসা জাল, ইলিশ জাল, ফাইস্যা জাল, ফইল্যা জাল, ইচা জাল, ডুবা জাল, শীল জাল, নোঙ্গর জাল, কারেন্ট জাল, হাত বড়শি, ছড়া বড়শি ও নানা রকমের ফাঁদ ব্যবহার করা হয়। গভীর সমুদ্রে কোটি টাকা মূল্যের ট্রলার বহর কর্তৃক ট্রল জাল দিয়ে বাগদা চিংড়ি ও সাদা মাছ ধরা হয়। এগুলির অধিকাংশই রপ্তানি মুখী মৎস্য সম্পদ - যা হিমায়িত করে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ওপর মৎস্য আহরনের প্রভাব

উপরে উলে□খিত সকল জাল ও সরঞ্জামাদিই মৎস্য আহরণ কালে পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর একই রকমের প্রভাব ফেলে না। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কিছু জাল ও সরঞ্জামাদি সামুদ্রিক মৎস্য ও অন্যান্য জীববৈচিত্রের জন্য কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না। কিন্তু কিছু কিছু জাল ও সরঞ্জামাদি খুবই ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ বিষয়ে নীচে আলোকপাত করা হলো।

উপকূলীয় বেহুন্দি জাল

উপকূলীয় বেহুন্দি জাল মোহনা ও উপকূলের জোয়ার-ভাটা হয় এমন জায়গায় খুঁটি দিয়ে পেতে রাখা হয়। দেখতে কোনাকৃতি ট্রল জালের মত। মুখের অংশে দু'পাশ থেকে লম্বা রশিতে বেধে পানির তলদেশে মাটিতে পুঁতে রাখা খুঁটির সাথে বাধা হয়। মুখের মাঝামাঝি অংশকে ফাঁক করার জন্য দু'টি ছোট বাঁশের খুঁটি বা খালি ফাঁপা ড্রাম দেওয়া হয়। জোয়ার বা ভাটার পানির চাপে জালটির ভেতরের অংশ ফাঁক হয়ে যায় এবং ঐ পানিতে ভেসে আসা মাছ গুলো জালের শেষ প্রান্ড়ে আটকে যায়। জাল পাতার আগেই শেষ প্রান্ড়টি রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। শেষ প্রান্ড়ে একটু সামনে অপর একটি লম্বা রশি ফাঁসের মত হালকা ভাবে বেঁধে রাখা হয় ও রশিটির অপর প্রান্ড় পানির উপরে ভাসমান নৌকায় আটকিয়ে রাখা হয়। জোয়ারের পানির তোড় কমে আসলে অর্থাৎ জোয়ার সম্পূর্ণ অবস্থায় এলে জেলেরা ঐ রশিটি দিয়ে জালের শেষ প্রান্ড়টি উপরে উঠিয়ে নিয়ে আসে এবং সেখানে আটকা পড়া মাছ গুলো নৌকায় নামিয়ে নেয় এবং আবার জালটি পানিতে ফেলে দেয়। ভাটার সময় জালটি উল্টে যায় এবং ভাটার পানিতে ভেসে আসা মাছ একই ভাবে জালে আটকা পড়লে ভাঁটার শেষে আবার জালের শেষ প্রান্ড় রশি দিয়ে টেনে নৌকায় উঠিয়ে একই ভাবে মাছ আহরণ করা হয়। এই জালের শেষ প্রান্ড়ের ফাঁসের আকার খুবই ছোট - ৫ থেকে ২২ মিলিমিটার পর্যন্ড় । যে কারণে মোহনার বা উপকূলের নানান জাতের মাছ অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থা বা কিশোর অবস্থায় ধরা পড়ে। সারা দেশে বৎসরে প্রায় ১৩০০০ (তের হাজার) উপকূলীয় বেহুন্দি জালে ৭৫০০০ টন মাছ ধরা পড়ে যার অধিকাংশই খুবই ছোট আকারের ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক। যে কারণে একে একটি ক্ষতিকর জাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এই জালে প্রায় ১৮৫ প্রজাতি/গ্রুপের মাছ ও চিংড়ি জাতীয় মাছ ধরা পড়ে। এতে ১৮ জাতের সামুদ্রিক চিংড়ি, ৯ জাতের মিঠা পানির ইচা, ৩ জাতের কাঁকড়া, ৯০ জাতের উপরিতলের মাছ ও ৬২ প্রজাতির পানির নীচের স্ড়রের মাছ রয়েছে।

টানা জাল

নানা ধরনের টানা জাল রয়েছে। সাগর পাড়ে, মোহনায়, নদীতে সাধারনত ১২ জন মৎস্যজীবী দেশী নৌকা বা অল্প শক্তি সম্পূর্ণ যান্ত্রিক নৌকায় টানা জালে মাছ ধরে। এটি এক ধরনের বেড় জাল। জালটির এক প্রান্ড় টেনে একটি এলাকাকে বেড় দিয়ে অপর প্রান্ড়ের কাছাকাছি নিয়ে আসা হয় এবং দু'টি প্রান্ড় একসাথে টেনে গুটিয়ে ফেলা হয় এবং এভাবেই সব মাছ জালের মাঝখানে একটি জায়গায় আটকা পড়ে। জালটি সাধারনত ৬০০ থেকে ৭০০ মিটার পর্যন্ড় লম্বা হয় যার ফাঁশের আকার ১২ থেকে ২৪ মিলিমিটারের বেশি নয়। এক জরিপে দেখা যায় যে, সারা দেশে ৫৬০টির মত টানা জাল রয়েছে যা থেকে বৎসরে প্রায় ৭৩২০ টন মাছ ধরা পড়ে। কক্সবাজার অঞ্চলে প্রায় ৩৫০টি টানা জালের রেকর্ড রয়েছে। বর্তমানে তা অনেক বেশি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। টানা জালে অধিকাংশ মাছই ছোট, কিশোর ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক। বেশি পরিমাণে ধরা পড়ে বাটা মাছ, পোয়া মাছ, ছুরি মাছ, হিচছিড়ি মাছ ও লইল্যা চিংড়ি। এটি একটি ক্ষতিকর জাল।

কুক্কুরি জাল

এটিও এক ধরনের বেড় জাল। খুবই ছোট ফাঁশের মাশারি জাল দিয়ে বানানো হয়। পাশে সাধারনত: ২ মিটার ও লম্বায় ৭০০ মিটার পর্যন্ড় হয়ে থাকে। এই জালটি মোহনায়, নদীতে ও খালে দেশী নৌকার সাহায্যে ৬ থেকে ৮ জন লোকে মাছ ধরে। এই জালে খুবই ছোট আকারের কিশোর ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক মাছ, চিংড়ি ইত্যাদি ধরা পড়ে। এটি খুবই ক্ষতিকর একটি জাল এবং কক্সবাজার অঞ্চলে বেশি পরিমাণে দেখা যাচ্ছে।

কারেন্ট জাল বা রক জাল

নাইলনের তৈরি এক-সূতার (onofilament) এই জাল মেশিনে তৈরি ও নানা আকারের ফাঁস বিশিষ্ট । পূর্বে বিদেশ থেকে পাচার হয়ে আসতো। এখন আমাদের দেশেও নানা জায়গায় তৈরি হচ্ছে। সরকারী ভাবে এই জাল নিষিদ্ধ হলেও দেশের অভ্যন্ড়রে ও উপকূলীয় অঞ্চল বর্তমানে এই জালে সয়লাব হয়ে গেছে। হাজার হাজার কারেন্ট জালে মৎস্যজীবীরা প্রতিনিয়ত উপকূলে, নদীতে ও মোহনায় যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক উভয় প্রকার নৌকা দিয়ে মাছ ধরে। দামে কম ও টেকসই বিধায় এই জালটির কারণে সূতার জালের অস্ড়িত্ব এখন হুমকির মুখোমুখি।

চর জাল

খুবই ছোট ফাঁসের কমবেশি ১ মিটার প্রস্থে ও ১০০০-১৫০০ মিটার লম্বা চর জাল ৩-৪ মিটার পরপর জোয়ার-ভাটার পানি পৌঁছে এরকম মোহনা, নদী ও খালের পাড়ের মাটিতে পুঁতে রাখা বাঁশ কিংবা গাছের খুঁটিতে আটকিয়ে মাছ ধরা হয়। ভাটার সময় জাল মাটি বরাবর ফেলে রাখা হয় এবং জোয়ারের পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে পূর্ণ জোয়ার পর্যন্ড় সর্বোচ্চ উচ্চতায় খুটির সঙ্গে লাগিয়ে রাখা হয়। আবার ভাটা হলে জোয়ারের পানির সঙ্গে যে মাছ উপরে উঠে আসে সেই গুলি এই জালে আটকা পড়ে যায়। এভাবেই কিশোর-অপ্রাপ্ত বয়স্ক-ছোট-বড় নির্বিশেষে চিংড়ি, মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি এই জালের শিকার হয়। এতে যেমন মৎস্য জীববৈচিত্রের ক্ষতি হচ্ছে তেমনি নদী, খাল ও মোহনা তীরবর্তী প্রতিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

ট্রল জাল

ট্রল জাল মূলত: উন্নত কারিগরি প্রক্রিয়ায় তৈরি এবং সরকারী অনুমতি প্রাপ্ত কোটি টাকা মূল্যের স্টীল বডির ট্রলার বহর দিয়ে সাগরে মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে এধরনের অনুমতি প্রাপ্ত ২০০টি ট্রলার রয়েছে। চিংড়ি ধরার ট্রল জাল থেকে সাদা মাছ ধরার জাল কিছুটা আলাদা। চিংড়ি ধরার ট্রলার ২০ থেকে ৪৫ মিটার পর্যন্ড় লম্বা ও সাদা মাছ ধরার ট্রলার ১৭ থেকে ২৮ মিটার পর্যন্ড় লম্বা হয়ে থাকে। এগুলোর ইঞ্জিনের ক্ষমতাও অনেক বেশি। ৩৫০ থেকে ১২০০ অশ্ব শক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে বেশির ভাগই ৫৫০ থেকে ৮৫০ অশ্বশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন পর্যন্ড়। সাদা মাছের জালের শেষ প্রান্ড়ের ফাঁসের আকার ৬০-৬৫ মিলিমিটার ও চিংড়ি ট্রল জালের শেষ প্রান্ড়ের ফাঁসের আকার ৪৫-৫০ মিলিমিটার। এই জালটি আন্ড় জাতিকভাবে একটি ক্ষতিকর জাল হিসাবে চিহ্নিত হলেও বাংলাদেশের গভীর অঞ্চলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের জন্য এর কোন বিকল্প না থাকায় সীমিত ভাবে ৪০ মিটারের বেশি গভীর পানিতে মৎস্য আহরনের জন্য এই জাল ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। বিগত বছরগুলোতে বাগদা চিংড়ি পোনা উৎপাদনের জন্য মা বাগদাচিংড়ি জীবিত ও অক্ষত অবস্থায় চিংড়ি হ্যাচারীতে সরবরাহের জন্য আহরণ প্রক্রিয়ায় অগভীর এলাকায় এবং একই এলাকায় বারবার ট্রলিং এর ঘঁটনা ঘটছে বলে জানা যায়। এতে উপকূলীয় প্রতিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া অবধারিত। ট্রল বহর দিয়ে বছরে প্রায় ২৫০০০ টন চিংড়ি ও সাদা মাছ আহরণ করা হয়।

মৎস্য সম্পদের হুমকিসমূহ

মিঠা পানির মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে

এক সময় নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদী নালা, খাল বিল ছিল মাছে মাছে ভরা। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই অফুরান মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু আজ আর তা নেই। হারিয়ে যাচ্ছে মিঠা পানির মাছের সেই প্রাচুর্য। এমনকি হারিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য পরিচিত মাছের বংশ। প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি মানুষের কৃতকর্মের নেতিবাচক প্রভাবও এজন্য কম দায়ী নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ যুক্তিসংগতভাবে আহরণ না করলে তা একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছে।

নদী-নালা, খাল-বিল আগের মত নেই। একের পর এক বড় বড় নদ-নদী মরে যাচ্ছে। সেই সাথে ভরাট হয়ে গেছে এদের সংযোগ খাল, বিল ও প□াবনভূমি। বিনষ্ট হয়েছে মাছের অনেক আবাস স্থল, প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র। বাধাগ্রস্থ হয়েছে মাছের মৌসুমী চলাচল। এর সাথে যোগ হয়েছে কীটনাশকের অ-পরিমিত ব্যবহার, অন্যান্য কারণে দুষণ ও অতি আহরণ। সবকিছু মিলিয়ে আমাদের মিঠাপানির মৎস্য সম্পদ আজ হুমকির মুখে। আমরা সেই মিঠা পানির মাছে ভরা বাংলাদেশ আবার হয়ত ফিরে পাব না। তবে সময় সময়মত পদক্ষেপ নেয়া হলে হয়ত সেই বিপর্যয় অনেকখানি কমিয়ে আনা যেতে পারে।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে

সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রেও বিরূপ পরিস্থিতি বিরাজ করছে । সেখানেও নানাবিধ প্রতিকূলতা রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের সমুদ্র সম্পদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রবণতা সম্পর্কে জানা আশু প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে কিছু জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হলেও মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক, অবকাঠামোগত ও সামর্থগত দুর্বলতার কারণে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা যায়নি। প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছোট-বড় নৌকা ও দুইশত ট্রলার বহর বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত আছে বলে যে তথ্য আমাদের হাতে আছে তাও হালনাগাদ হওয়া প্রয়োজন। ইতোমধ্যেই জাল, জেলে ও নৌকার সংখ্যা বেড়েছে না কমেছে তা ভালভাবে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। পরিবর্তন এসেছে মাছ ধরার কলাকৌশল ও ধরন-ধারণে। ধবংসাত্মক জাল ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে চলছে নির্বিচারে মৎস্য নিধন। উপকূলের নদ-নদী, মোহনা, নিকট ও দূর সাগরের বুক জুড়ে কেবল জাল আর জাল। নির্বিচারে চলছে জাটকা নিধন, চিংড়ির পোনা ধরতে গিয়ে অন্যান্য প্রজাতির পোনার বংশ ধ্বংস/নিধন। নির্বিচারে ডিমওয়ালা মাছ, চিংড়ি নিধন এসবই আমাদের সমুদ্র সম্পদ আহরণের স্বাভাবিক চিত্র। পঞ্চাশ হাজার নৌকার রেজিস্ট্রেশন নেই। নেই জালের ফাঁস নিয়ন্ত্রণ, সময় নিয়ন্ত্রণের বালাই। আমরা ভালভাবে জানি না আমাদের সাগরের কোন মাছের মজুদ কত! জানি না আমাদের মজুদ অবস্থার কী পরিবর্তন হচ্ছে। আশার কথা যে, ধারাবাহিকভাবে এসব জানার এবং এসব জানতে মৎস্য অধিদপ্তরের সামর্থ উন্নয়নের লক্ষ্যেই সরকার **'বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প'** নামে এশটি প্রকল্পের কাজ বাস্ড়বায়ন শুর" করেছে। মূলতঃ এটি একটি জরিপ প্রকল্প। জরিপ কার্যক্রমকে প্রধানত; দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। অবতরণকৃত মৎস্য জরিপ (Land based fish survey) এবং উপরিস্ড়রের (Pelazic)) ও তলদেশীয়(Demarsal) মৎস্য জরিপ। এসব জরিপ করার মাধ্যমে আমরা সমুদ্র সম্পদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারি - যার উপর ভিত্তি করে আমরা সহনশীল/স্থায়ীত্বশীল (Sustainable) আহরণের একটা মাত্রা নির্ধারণ করতে পারব এবং স্থায়ীত্বশীল/ সহনশীল আহরণ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে বিরাজমান সমস্যাবলী

- প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও সম্প্রসারণ সামগ্রী তৈরী/উন্নয়ন।
- পুকুর-দীঘির যৌথ মালিকানা
- উচ্চ সুদের হার, নিরাপত্তা ও বহু মালিকানার অসুবিধার কারণে মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী এবং মৎস্যচাষ উদ্যোক্তাগণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণপ্রাপ্তির অপ্রতুলতা
- ব্যক্তি মালিকানায় অর্থের অভাব
- দেশের উত্তরাঞ্চলের ফারাক্কা বাঁধের ফলে শুষ্ক মৌসুমে পুকুর-দীঘি শুকিয়ে যায় এবং বর্ষা মৌসুমে প□াবিত হয়
- মুক্ত জলাশয় হতে সর্বোচ্চ সহনশীল পরিমাণ মৎস্য আহরণে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব
- স্বাদুপানির মৎস্য সম্পদের দুর্বল উপাত্ত ভিত্তি
- বভিন্ন সেক্টরের সমন্বয়হীন ও অপরিকল্পিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ফলে মাছের প্রজনন ক্ষেত্র বিনষ্ট হওয়া এবং মাছের যথেচ্ছ বিচরণে বাধাপ্রাপ্তি
- মৎস্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অর্থাৎ মৎস্য অধিদপ্তরের সীমিত জনবল ও আইন প্রয়োগের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার অভাব
- কৃষি কাজে ব্যবহৃত কীটনাশক ও কলকারখানা হতে নির্গত বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থের ফলে মাছের আশ্রয়স্থল তথা প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হওয়া
- মানসম্পন্ন খাদ্য ও পোনার অপ্রাপ্যতা এবং উপযুক্ত অবকাঠামোর অভাবে আধা নিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ বাধাগ্রস্ড় হওয়া
- জনসংখ্যার আধিক্য, জেলেদের নিম্নমানের সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অবস্থা, জেলেদের বিকল্প আয়ের উৎসের অভাব এবং পরিবেশ সম্পর্কে কম সচেতনতার ফলে উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের ওপর বর্ধিত চাপ সৃষ্টি
- উপকূলীয় এলাকায় মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভাবে টিকে থাকতে সক্ষম, অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য প্রযুক্তির অভাব
- চিংড়ির রোগ-বালাই
- উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ ও চিংড়ির অতি আহরণের ফলে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ হ্রাস
- সামুদিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ,নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (MCS) পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ না থাকা।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

সামুদ্রিক চিংড়ি ও মাছ আহরণের পাশাপাশি অপ্রচলিত সামুদ্রিক প্রজাতি যেমন: লবষ্টার, কাঁকড়া, গূল্ম, শামুক-ঝিনুক ইত্যাদি টেকসই আহরণ ও আধুনিক চাষাবাদের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। খাঁচায় চাষের মাধ্যমে ভেটকি ও বোল মাছের উৎপাদন বাড়ানো যায়। দেশের একমাত্র প্রবালদ্বীপ 'সেন্ট মার্টিনস্ দ্বীপ'এ সাগর-শসা, কস্তুরা ও সামুদ্রিক গুল্ম চাষের উপযোগিতা সমীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে কার্যকর জরিপ ও গবেষনা কার্যক্রম চালাতে হবে। গভীর সমুদ্রে উপরিতলের টুনা ও টুনাজাতীয় মাছসহ অন্যান্য মৎস্য সম্পদের আহরণ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন করা গেলে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। অবৈধ/ক্ষতিকর মৎস্য আহরণ পদ্ধতি যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় বন্ধ করা এবং পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (MCS) পদ্ধতির আধূনিকীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যের উৎপাদন অনেকগুণ বেড়ে যাবে।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনায় জরিপ কার্যক্রমসমূহ

বিভিন্ন সময়ে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ওপর নানা ধরনের জরিপ কার্যত্রম নেওয়া হয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে। প্রধান প্রধান জরিপ সম্পর্কে নিচে তালিকায় উলে□খ করা হলো:

১৯৫৮-১৯৭১ ঃ মৎস্য আহরণ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রজাতি বৈচিত্র্য ও মৎস্য আহরণ এলাকা অনুসন্ধানমূলক। ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি ও ৪টি মৎস্য বিচরণক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়।

১৯৭৯-১৯৮০ ঃ আর ভি ড. ফ্রিটজফ নানসেন জাহাজের মাধ্যমে মৎস্য মজুদ জরিপ। চিংড়ি মজুদ ঃ ২,০০০-৫,০০০মে.টন; তলদেশীয় মাছের মজুদঃ ১,৫০,০০০- ১,৬০,০০০ মে.টন এবং উপরিতলের মাছের মজুদঃ ৬০,০০০ - ১,২০,০০০ মে. টন।

১৯৮১-১৯৮৫ ঃ বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ও ইউএনডিপি এর সহায়তায় আর ভি অনুসন্ধানীর মাধ্যমে ধারাবাহিক মৎস্য মজুদ জরিপ। ফলাফল পূর্বের অনুরূপ।

১৯৮৭-২০০০ ঃ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে আর ভি অনুসন্ধানীর মাধ্যমে অনিয়মিত মৎস্য মজুদ জরিপ। আর ভি অনুসন্ধানী জরিপ কাজের অনুপযোগী হয়ে যাওয়ায় ২০০০ সালের পরে আর কোন জরিপ হয়নি। তলদেশের মাছ ও চিংড়ি এবং উপরিস্ড়রের মাছের জরিপ একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। সাগরের জীবস্ড় সম্পদের বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান প্রজাতি, তার প্রাচুর্য, বাসস্থান, জীবনচক্র, গতিবিধি জানা খুবই জর"রী।

ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক (আই ডি বি)/মালয়শিয়া সরকারের সহযোগিতায় মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্ড়বায়নাধীন **বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প এর** মাধ্যমে গবেষনা জাহাজ ক্রয়সহ নানামুখি জরিপ কাজ পরিচালনা করার কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। উক্ত প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ এবং তা আহরণে নিয়োজিত জাল ও নৌকার ডাটাবেজ তৈরী করা, যার মাধ্যমে আহরণযোগ্য সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা জেনে স্থায়িত্বশীল আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা, ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ তৈরী করা এবং তা বাস্ড়বায়ন, মনিটরিং, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারীর জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের সামর্থ উন্নয়ন।

বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প এর কার্যক্রম

- অবতরণ জরিপ (Land Based Survey)
- ভাসমান ও তলদেশীয় মাছ/প্রাণির জরিপ
- ধারাবাহিক জরিপ, মনিটরিং, সার্ভিলেন্স এর জন্য সফটওয়ার উন্নয়ন
- সম্পদ ও প্রজাতি ভিত্তিক মজুদ অবস্থা ও সর্বোচ্চ স্থায়ীত্বশীল উৎপাদন আহরণ নির্ণয়
- উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণে নিয়োজত জাল ও নৌকার ফ্রেম সার্ভে
- বর্ণিত সংগৃহীত তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি
- ট্রলার বহরে ভিটিএমএস সংযোজন
- ভাসমান ও তলদেশীয় মাছ/প্রাণির জরিপ - এর জন্য যন্ত্রপাতি সজ্জিত জরিপ জাহাজ ক্রয়
- বিভিন্ন প্রকার সার্ভে, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
- প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও সম্প্রসারণ সামগ্রী তৈরি/উন্নয়ন।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে-

সামুদ্রিক সম্পদের সর্বোচ্চ স্থায়ীত্বশীল/সহনীয় উৎপাদন নির্ণয় করা হবে এবং তা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা নির্দেশাবলী প্রস্ত্তত করা হবে।

- সঠিক তথ্য এই সেক্টরে নীতিমালা প্রণয়ন ও বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরী করতে সহায়তা করবে
- অর্থনৈতিক, ভৌত ও সামাজিক পরিবেশ বিবেচনায় অধিকতর সঠিক নীতি নির্ধারনে সহায়তা করবে
- উন্নত ফিশারিজ তথ্য ব্যবস্থা দুর সাগরের উপরিস্ড়রের মাছ ও প্রাণির স্থায়িত্বশীল আহরণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে
- সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও নজরদারী বাড়াতে মৎস্য অধিদপ্তরের সামর্থ উন্নয়ন করবে
- এই প্রকল্প কর্তৃক বাস্ড়বায়িত আধুনিক তথ্য ব্যবস্থা (মেরিন ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) মেরিন সেক্টরের অবস্থা জানতে, সার্বিক মনিটরিং ও মূল্যায়ন কাজ গতিশীল করবে
- উপকূলীয় জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে
- উপকুলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তর বিশেষ করে মেরিন সেক্টরের জনবল, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সামর্থ উন্নয়ন হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলসীমার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিৎ করা গেলে দেশের চেহারাই পাল্টে দেওয়া সম্ভব। সরকার, মৎস্যজীবী, মৎস্য শিল্পে বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠি যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল হলে দেশের আমিষের চাহিদা মিটিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসৃজন বৃদ্ধি করা মোটেও কঠিন নয়। সরকার **'ভিশন ২০২১, বাংলাদেশঃ সমৃদ্ধ আগামী'** প্রতিষ্ঠার জন্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এর বাস্ড়বায়ন সম্ভব হলে এদেশের মানুষ আবার 'মাছে-ভাতে বাঙালি'র ঐতিহ্য ফিরে পাবে বলে আশা করা যায়।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০১ সময় ঃ ১১:০৫ - ১২:০৫ মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম ঃ 'ভিশন-২০২১, বাংলাদেশ ঃ সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মৎস্য সাব-সেক্টরের রূপরেখা

অভীষ্ট দল ঃ উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের 'ভিশন-২০২১,বাংলাদেশ ঃ সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মৎস্য সাব-সেক্টরের রূপরেখা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে অধিকতর দক্ষতার সাথে বাংলাদেশের মৎস্য ব্যবস্থাপনায় যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে আগামী দিনগুলোতে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

* 'ভিশন-২০২১, বাংলাদেশ ঃ সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মৎস্য সাব-সেক্টরের রূপরেখায় বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ে যেমন:

- মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০০৮-০৯ /২০০৯-১০)
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে মধ্য মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০১০-১১/২০১২-১৩)
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০১৩-১৪/২০২০-২১)
- মৎস্য উপখাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- বিভিন্ন মেয়াদে গৃহিতব্য কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	• স্বাগতম • উপযোগী উদ্দীপক কার্যক্রম • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫০ মিনিট
	• 'ভিশন-২০২১, বাংলাদেশ ঃ সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মৎস্য সাব-সেক্টরের রূপরেখা সম্পর্কে ধারণা। • মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা। মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে মধ্য মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা। • মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা। • মৎস্য উপখাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা। • বিভিন্ন মেয়াদে গৃহিতব্য কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা।	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর ব্রেইনস্টর্মিং	
সার- সংক্ষেপ			৫ মিনিট
	• মূল বিষয়সমূহ পুনরালোচনা • উদ্দেশ যাচাই • হ্যান্ড আউট বিতরণ • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত	প্রশ্নোত্তর বক্তৃতা	

	• ধন্যবাদ জ্ঞাপন		
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : ল্যাপটপ, অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি, বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি।			

হ্যান্ড-আউট

দিন-১ **অধিবেশন-৫**

বিষয়ঃ 'ভিশন-২০২১,বাংলাদেশ ঃ সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মৎস্য সাব-সেক্টরের রূপরেখা

মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার সার-সংক্ষেপ

'ভিশন-২০২১বাংলাদেশ ঃ সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ২০১৩ সালের মধ্যে দেশে খাদ্যে স্বংসম্পূর্ণতা অর্জন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০০৯-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে । দেশের মৎস্য সম্পদেও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে কাঙ্খিত মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করার গৃহীত কর্মপরিকল্পনা সার-সংক্ষেপ ম্যাট্রিক্স আকারে উপস্থাপন করা হলো ঃ

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০০৮-০৯/২০০৯-১০)

(মৎস্য উৎপাদন লক্ষ মে.টন)

ক্র. নং	উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্র	বর্তমান উৎপাদন (২০০৭-০৮)	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (২০০৯-১০)	উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা জন্য গৃহীতব্য কার্যক্রম
১	২	৩	৪	৫
১	অভ্যন্ড়রীণ মুক্ত জলাশয়	১০.০	১২.৭৩	• মুক্ত জলাশয়ে জৈবিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন • প□াবনভূমি, হাওর ও বিলে সমাজভিত্তিক মাছচাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ • জলমহাল নীতিমালা পরিবর্তন, মৎস্য খাদ্য আইন, মৎস্য হ্যাচারি আইন অনুমোদন • আবাসস্থল পুনরূদ্ধার, অভয়াশ্রম সৃষ্টি এবং মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ • সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় জোরদারকরণ • খাঁচায় ও পেনে মাছ চাষ সম্প্রসারণ।
২	বদ্ধ জলাশয়	১০.০৫	১১.০৭	• মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ড় বিস্ড়ৃত করণ • মৎস্য চাষিদের প্রশিক্ষণ এবং উন্নত প্রযুক্তি প্রদর্শনী খামার স্থাপনের মাধ্যমে পুকুর দিঘিতে মাছ চাষ নিবিড়করণ • পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ নিবিড়করণ ও উত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন। • সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।
৩	সামুদ্রিক	৪.৯৮	৫.১৭	• সকল প্রকার মৎস্য আহরণকারী জলযান নিবন্ধন • গলদা/বাগদাসহ অন্যান্য মাছের পোনা আহরণ নিষিদ্ধকরণ আইন যথাযথ বাস্ড়বায়ন।
মোট উৎপাদন		২৫.৬৩	২৮.৯৭	

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০১০-১১/২০১২-১৩)

(মৎস্য উৎপাদন লক্ষ মে.টন)

ক্র. নং	উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্র	বর্তমান উৎপাদন (২০০৭-০৮)	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (২০১২-১৩)	উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা জন্য গৃহীতব্য কার্যক্রম
১	২	৩	৪	৫
১	অভ্যন্ড়রীণ মুক্তজলাশয়	১০.৬০	১৬.৫৯	• জলমহাল নীতিমালা পরিবর্তনপূর্বক মুক্ত জলাশয়ে জৈবিক ব্যবস্থাপনার প্রর্বতন • প্রবহমান নদীর মৎস্য আহরণ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে মৎস্যজীবীদের অধিকারপত্র/লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থাগ্রহণ • নদ-নদীতে উপযোগী স্থানে অভয়াশ্রম স্থাপন এবং স্থাপিত মৎস্য অভয়াশ্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা • খাস জলাশয়ে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ • মৎস্য খাদ্য, হ্যাচারি, মৎস্য কোয়ারেনটাইন এবং অভয়াশ্রম আইন অনুমোদন • প□াবনভূমিতে মাছচাষ ও ব্যবস্থাপনা নিবিড়করণ • স্থায়ী অভয়াশ্রম স্থাপন কার্যক্রম জোরদারকরণ • খাঁচায় ও পেনে মাছ চাষ সম্প্রসারণ • ইলিশ সম্পদের উন্নয়নের জন্য মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্প্রসারণ • আধা লবণাক্ত পানি এলাকায় মাছ চাষ সম্প্রসারণ • উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি ও পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম জোরদারকরণ।
২	বদ্ধ জলাশয়	১০.০৫	১২.৮১	• মৎস্যসম্পদ জরিপ কার্যক্রম জোরদারকরণ • প্রদর্শনী খামার, চাষি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করে মাছের উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৩.৫০ মে. টনে উন্নতীকরণ • চাষি পর্যায়ে গুণগতমানসম্পন্ন বড় পোনা ও খাদ্য/সার সরবরাহ নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা জোরদারকরা • পাংগাস, কই, শিং, মাগুর, তেলাপিয়া, ইত্যাদি উচ্চ ফলনশীলমাছের চাষ সম্প্রসারণ জোরদারকরণ • মাছ ও চিংড়ির রোগ নিরাময়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ • মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগ।
৩	সামুদ্রিক	৪.৯৮	৫.৪৭	• সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় MCS ও VTMS পদ্ধতি প্রচলন • জলযান নিবন্ধন ও মাছ ধরার অনুমতি প্রদানে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ • গলদা/বাগদাসহ অন্যান্য মাছের পোনা আহরণ নিষিদ্ধকরণ আইন যথাযথ বাস্ড়বায়ন।
মোট উৎপাদন		২৫.৬৩	৩৪.৮৭	

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০১৩-১৪/২০২০-২১)

(মৎস্য উৎপাদন লক্ষ মে.টন)

ক্র. নং	উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্র	বর্তমান উৎপাদন (২০০৭-০৮)	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (২০২০-২১)	উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীতব্য কার্যক্রম
১	২	৩	৪	৫
১	অভ্যন্ড়রীণ মুক্ত জলাশয়	১০.৬০	১৭.৬৩	• প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিবিড়করণ • বিল নার্সারি কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম জোরদারকরণ • ভরাট হয়ে যাওয়া সংশিষ্ট নদীর পুন:খনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরূদ্ধার ও উন্নয়ন • জলমহালসমূহ শ্রেণীবিভাগ করে বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনায় আনয়নযোগ্য জলাশয় চিহ্নিত করে কার্যক্রম গ্রহণ • খাঁচায় ও পেনে মাছচাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ • মৎস্য আইন প্রয়োগে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ক্ষমতায়ন।
২	বদ্ধ জলাশয়	১০.০৫	১৭.৬১	• মৎস্য সম্পদের জিআইএস (GIS) ভিত্তিক ডাটাবেইজ তৈরি • পুকুরে মাছ চাষ **নিবিড়করণের মাধ্যমে** মাছের গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৫.০ টনে উন্নীতকরণ • পাংগাস, কই, শিং, মাগুর, তেলাপিয়া, ইত্যাদি উচ্চ ফলনশীল মাছের চাষ সম্প্রসারণ জোরদারকরণ • পরিবেশবান্ধব নিবিড় চিংড়ি চাষের মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৬২৫ কেজিতে উন্নীতকরণ • মাছ ও চিংড়ির রোগ নিরাময়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
৩	সামুদ্রিক	৪.৯৮	৬.১৪	• টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রচলন • সমুদ্রগামী নৌযানে কর্মরত মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যোগাযোগ নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন • সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় স্যাটেলাইট প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার।
মোট উৎপাদন		২৫.৬৩	৪১.৩৯	

মৎস্য উপখাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ, জৈবিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন, আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চাষ পদ্ধতির নিবিড়করণ ও সব ধরনের জলজসম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন আগামী ২০১২-১৩ সালের মধ্যে ৩৪.৮৭ লক্ষ মে.টন এবং ২০২০-২১ সালের মধ্যে ৪১.৩৯ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে। ফলে আগামী ২০১২-১৩ সালের মধ্যে নতুন ৪.৬২ লক্ষ এবং ২০২০-২১ সালের মধ্যে ৭.৮৮ লক্ষ লোকের পূর্ণকালীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়। উলেখ্য যে, পূর্ণকালীন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ২০১২-১৩ ও ২০২০-২১ সাল নাগাদ যথাক্রমে ৯.৯১ লক্ষ ও ৩২.৭১ লক্ষ লোকের খন্ডকালীন কর্মসৃজনের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

কর্মসৃজিতব্য লোকের মধ্যে ২৫-৩০ শতাংশ হবে নারী। উলে□খ্য যে, চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা এবং শুটকি তৈরির কাজে নিয়োজিত কর্মীদের প্রায় ৯০ ভাগই নারী। প্রস্ড়াবিত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা সুষ্ঠু বাস্ড়বায়ন করা গেলে তা দেশের ২৫-৩০ লক্ষ পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনে উলে□খযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। উলে□খ্য যে, মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রমের শতকরা ১০০ ভাগই দারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষ অবদান রাখে।
মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন সম্পর্কিত প্রক্ষেপণ নিচের সারণিতে উলে□খ করা হলো :

সারণি ঃ মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন

অর্থ বছর পর্যন্ড়	মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	কর্মসংস্থান (লক্ষ জন)		নারীর অংশ গ্রহণ	দারিদ্র বিমোচন	মন্ড়ব্য
	(লক্ষ মে.টন)	পূর্ণকালীন	খ-কালীন	(%)	(লক্ষ পরিবার)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০১২-১৩	৩৪.৮৭	৪.৬২	৯.৯১	২০-২৫	১৫-২০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ভিশন ২০২১ এ উলি□খিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্বায়নের ওপর নির্ভরশীল।
২০২০-২১	৪১.৩৯	৭.৮৮	৩২.৭১	২৫-৩০	২৫-৩০	

২০০৯-২০১৩ সালের মধ্যে দেশকে মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং ২০২০-২১ সাল নাগাদ 'ভিশন ২০২১ বাংলাদেশ ঃ সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদে নিম্নরূপ কার্যক্রম/প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করতে হবে।

স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রম (২০০০৮-০৯ /২০০৯-১০ সালে বাস্ড়বায়িতব্য)

- দেশব্যাপী প□াবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজস্বখাতের অর্থায়নে ২০০৯ সালে নতুন কর্মসূচি গ্রহণ
- মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা ইউনিট ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ড় বিস্ড়ৃত করার লক্ষ্যে প্রতি ইউনিয়নে ন্যূনতম একজন করে মাঠ কর্মী (Field Assistant)-র পদ সৃষ্টি করতে হবে। এলক্ষ্যে প্রস্ড়াবিত **ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প** যথাশীঘ্র অনুমোদন ও বাস্ড়বায়ন
- বর্তমানে চালু জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা পরিবর্তন/পরিমার্জন করে অভ্যন্ড়রীণ মুক্ত জলাশয়ে (জলমহালে) জৈবিক ব্যবস্থাপনা আনয়ন এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের খাস (Common Property) জলাশয়ে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ
- পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও চাষ নিবিড়করণে উত্তম ব্যবস্থাপনা (Good Management Practice – GMP) পদ্ধতি সম্প্রসারণ ও সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ
- মৎস্যখাদ্য ও খাদ্য উপকরণের মান নিশ্চিতকরণের জন্য মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য অধ্যাদেশ বাস্ড়বায়ন
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের জরিপ কার্যক্রম জর-রী ভিত্তিতে আরম্ভ করার ব্যবস্থা নেয়া এবং বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সব যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানকে ফিশিং লাইসেন্সের আওতায় আনা
- উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সাগরে নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ
- মৎস্য অধিদপ্তরে সাংগঠনিক কাঠামো জোরদার করার লক্ষ্যে বিদ্যমান শুন্য পদ পূরণ এবং সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন
- দেশীয় প্রজাতির মাছের কৌলিত্বাত্তিক বিশুদ্ধতা (Genetic Purity) সংরক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক জিন পুল (Gene pool) প্রতিষ্ঠা
- মৎস্য হ্যাচারি আইন, মৎস্য অভয়াশ্রম আইন, ফিশ কোয়ারেন্টাইন আইন প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়ন এবং বিদ্যমান নীতি ও পদ্ধতি সংশোধন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন
- গৃহীত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্ড়বায়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের অনুকূলে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ প্রদান।

মধ্য মেয়াদী কার্যক্রম (২০১২-১৩ সাল নাগাদ বাস্ড়বায়িতব্য)

- মুক্ত জলাশয়ে উৎপাদন পরিকল্পনাভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন এবং দেশব্যাপী প□াবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ। প□াবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ
- বর্তমানে চালু জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা পরিবর্তন/পরিমার্জন করে অভ্যন্ড়রীণ মুক্ত জলাশয়ে (জলমহালে) জৈবিক ব্যবস্থাপনা আনয়ন এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের খাস (Common Property) জলাশয়ে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ
- প্রবাহমান নদীর মৎস্য আহরণ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে মৎস্যজীবীদের অধিকারপত্র/লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ
- নদ-নদীতে উপযোগী স্থানে অভয়াশ্রম স্থাপন এবং স্থাপিত মৎস্য অভয়াশ্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা
- চিংড়ি চাষ এলাকা ঘোষণা ও চিংড়িচাষ এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের জরিপ কার্যক্রম সম্পাদন করে ফিশিং গ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণ, মৎস্য সম্পদের প্রজাতিভিত্তিক মজুদ নিরূপণ এবং সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণ মাত্রা (Maximum sustainable Yield-MSY) নির্ণয় করা
- মনিটরিং, কন্ট্রোল এন্ড সার্ভিলেইন্স (MCS) এবং ভেসেল ট্র্যাকিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (VTMS) চালুর মাধ্যমে মৎস্য আহরন সহজ এবং ব্যয় হ্রাস করা এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ নিশ্চিত করা
- কার্যকর ও শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ ও সার্ভেইল্যান্স কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের স্বার্থে উপকূলীয় ১৫টি জেলার মধ্যে সমুদ্র সংলগ্ন ৯টি জেলায় সার্ভেইল্যান্স চেক পোস্ট স্থাপন করা (বর্তমানে চট্রগ্রামে মাত্র ১টি চেক পোস্ট আছে)
- মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জলজ জীববৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ ও বিল নার্সারি কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ
- মাছ ধরা নিষিদ্ধ সময়ে মৎস্যজীবীদের জীবিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিকল্প কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ। আগামী ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে সমাপ্য জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন/বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি স্থায়ী রাজস্ব কার্যক্রমের আওতায় এনে এর ব্যাপ্তি সম্প্রসারণ
- হাওড় এলাকায় মৎস্যচাষ এবং মৎস্য উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প গ্রহণ, চিংড়িচাষ এলাকা ঘোষণা ও চিংড়িচাষ এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন
- মৎস্য সম্পদের জরিপ পদ্ধতি যুগোপযোগী করার জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ
- দেশীয় ও আন্ড়র্জাতিক বাজারে নিরাপদ মৎস্য খাদ্য (Safe Food) সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ
- মাছ ও চিংড়ি রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বৃহত্তর জেলা পর্যায়ে পরীক্ষাগার স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ
- মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ
- মৎস্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো জোরদার করার জন্য প্রধান দপ্তরে ৬টি উপ-পরিচালকের (৪র্থ গ্রেড); বিভাগীয় পর্যায়ে একজন সিনিয়র সহকারী পরিচালক (৫ম গ্রেড) এবং সহকারী পরিচালকের (৬ষ্ঠ গ্রেড); জেলা পর্যায়ে এক জন অতিরিক্ত জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (৬ষ্ঠ গ্রেড); উপজেলা পর্যায়ে ৫০৬ টি সম্প্রসারণ কর্মকতা (৯ম গ্রেড) এবং প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য একজন করে মোট ৪৪৬৬টি (১৪শ গ্রেড) মাঠকর্মী (Field Assistant)-র পদ সৃষ্টি করতে হবে। মৎস্য সেক্টরের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য সংশি□ষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সমন্বয় জোরদারকরণ এবং সকল ধরনের মৎস্য উন্নয়নের লিড এজেন্সি হিসেবে মৎস্য অধিদপ্তরকে ক্ষমতায়ন
- চিংড়ির প্রজননকালীন সময়ে ১৫ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ড় ট্রলিং এবং সামুদ্রিক মাছের প্রজনন সময় এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ড় ফিস ট্রলিং বন্ধ রাখার বিধি জারী করা
- দায়িত্বশীল সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা এবং আচরণবিধি জরুরি ভিত্তিতে প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়নের ব্যবস্থা নেয়া।
- ই-সম্প্রসারণ (e-Extension) কৌশল প্রবর্তন

- ডাইনামিক ও ইন্টারঅ্যাকটিভ ওয়েব সাইট প্রচলন
- মৎস্য গবেষণা, মৎস্য শিক্ষা (Fisheries Education) সহ মৎস্য উপখাতের উন্নয়নে সংশি□ষ্ট সকল পর্যায়ের (Stakeholder) সংস্থার মাঝে কার্যকর যোগাযোগ ও সমন্বয় (Linkage & Coordination) গড়ে তোলা।

দীর্ঘ মেয়াদী (২০২০-২১ সাল নাগাদ বাস্ড়বায়িতব্য)

- মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে মৎস্য সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য উৎস ভিত্তিক পৃথক পৃথক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
- ভরাট হয়ে যাওয়া সংশি□ষ্ট নদীর পুন:খনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরূদ্ধার ও উন্নয়ন
- ইলিশ সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ
- জলজ পরিবেশ ও প্রতিবেশের জন্য গুর"ত্বপূর্ণ জলাশয়কে জাতীয় মৎস্য অভয়াশ্রম ঘোষণা করে প্রাকৃতিক উপায়ে ব্র"ড মাছের সংরক্ষণ নিশ্চিত করা
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য প্রজাতি ভিত্তিক সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণ মাত্রা (MSY) অনুযায়ী মৎস্য আহরণ কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করা। জরিপ কাম গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে জরিপ, মজুদ নিরূপণ ও গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া
- পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি (MCS system) কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় মেরিন পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিয়োগ এবং পেট্রোল বোটসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা
- উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় খাঁচায় মাছ চাষ, সামুদ্রিক শৈবাল চাষ, ঝিনুক-কাকঁড়ার চাষ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করা
- কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের জন্য স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সাগরে কার্যকর পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি (MCS system) কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০১ সময় ঃ ১২:১০ - ১৩:১০ মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম ঃ সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ, ১৯৮৩

অভীষ্ট দল ঃ উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর সব ক'টি অংশ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে অধিকতর দক্ষতার সাথে সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনায় কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রশাসন, লাইসেন্স সংক্রান্ড় সাধারণ নিয়মাবলী সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন
- স্থানীয়/বিদেশী সামুদ্রিক মৎস্য শিকার অভিযান বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করবেন
- আপীল, বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা, নিষিদ্ধ মৎস্য আহরণ পদ্ধতি এবং সামুদ্রিক রিজার্ভ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করবেন
- অধ্যাদেশ বাস্ড়বায়নে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ক্ষমতা, অপরাধসমূহ এবং আইনগত পদ্ধতি বিষয়ে বুঝতে ও বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৪ মিনিট
	• স্বাগতম • উপযোগী উদ্দীপক কার্যক্রম • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫০ মিনিট
	• সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ,১৯৮৩ এর বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে ধারণা • প্রশাসন, লাইসেন্স সংক্রান্ড় সাধারণ নিয়মাবলী • স্থানীয়/বিদেশী সামুদ্রিক মৎস্য শিকার অভিযান • আপীল, বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা, নিষিদ্ধ মৎস্য আহরণ পদ্ধতি, সামুদ্রিক রিজার্ভ • অধ্যাদেশ বাস্ড়বায়নে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ক্ষমতা, অপরাধসমূহ ও আইনগত পদ্ধতি এবং বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা বিষয়ে বিস্ড়রিত আলোচনা	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর মুক্ত চিন্ড়র ঝড়	
সার- সংক্ষেপ			৬ মিনিট
	• মূল বিষয়সমূহ পুনরালোচনা • উদ্দেশ যাচাই • হ্যান্ড আউট বিতরণ • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর বক্তৃতা	

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : ল্যাপটপ, অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি, বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০১ সময় ঃ ১৪:১০ - ১৫:১০ মেয়াদকাল ঃ ৬০ মিনিট

শিরোনাম ঃ সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ১৯৮৩ (১-১০ বিধি)

অভীষ্ট দল ঃ উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ১৯৮৩ এর ১-১০ বিধি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে অধিকতর দক্ষতার সাথে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনায় কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-
সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ১৯৮৩ এর ১-১০ বিধি-তে বর্ণিত বিভিন্ন বিধানাবলী যেমন-প্রশাসন, লাইসেন্স সংক্রান্ড় সাধারণ নিয়মাবলী; স্থানীয়/বিদেশী সামুদ্রিক মৎস্য শিকার অভিযান; সংকেত ব্যবহার: সাজ-সরঞ্জাম গুদামজাতকরার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৪ মিনিট
	• স্বাগতম • উপযোগী উদ্দীপক কার্যক্রম • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫০ মিনিট
	• সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ১৯৮৩ এর ১-১০ বিধি সম্পর্কে ধারণা • প্রশাসন, লাইসেন্স সংক্রান্ড় সাধারণ নিয়মাবলী এবং স্থানীয়/বিদেশী সামুদ্রিক মৎস্য শিকার অভিযান বিষয়ে বিস্ড়রিত আলোচনা • সংকেত ব্যবহার; সাজ-সরঞ্জাম গুদামজাত করার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্ড়রিত আলোচনা।	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর মুক্ত চিন্ড়ার ঝড়	
সার- সংক্ষেপ			৬ মিনিট
	• মূল বিষয়সমূহ পুনরালোচনা • উদ্দেশ্য যাচাই • হ্যান্ড আউট বিতরণ • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : ল্যাপটপ, অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি, বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি।			

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন ঃ ০১ | সময়ঃ ১৫:১৫-১৬:১৫ | মেয়াদকাল ঃ ৬০মিনিট

শিরোনাম ঃ সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ১৯৮৩ (১১-১৮ বিধি)

অভীষ্ঠ দল ঃ উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্য ঃ এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা,১৯৮৩ এর ১১ থেকে ১৮বিধি পরবর্তী সময়ে আনীত সংশোধনীসমূহ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তাঁরা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে অধিকতর দক্ষতার সাথে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনায় কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেন।

উদ্দেশ্য ঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ১৯৮৩ এর ১১ থেকে ১৮ বিধি ও পরবর্তী সময়ে আনীত সংশোধনীসমূহে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় যেমন- লাইসেন্স এর মেয়াদ, জালের ফাঁসের আকার, মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র, নিষিদ্ধ মৎস্য আহরণ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	• স্বাগতম • উপযোগী উদ্দীপক কার্যক্রম • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫০ মিনিট
	• সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা,১৯৮৩ এর ১১শ থেকে ১৮শ বিধি ও পরবর্তী সময়ে আনীত সংশোধনী সমূহ সম্পর্কে ধারণা। • লাইসেন্স এর মেয়াদ, জালের ফাঁসের আকার, মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র, নিষিদ্ধ মৎস্য আহরণ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা।	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর মুক্ত চিন্তার ঝড়	
সার- সংক্ষেপ			৫ মিনিট
	• মূল বিষয়সমূহ পুনরালোচনা • উদ্দেশ যাচাই • হ্যান্ডআউট বিতরণ • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর বক্তৃতা	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : ল্যাপটপ, অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রাদি, বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি।			

হ্যান্ড আউট

দিন :১ **অধিবেশন: ৬, ৭ ও ৮**

বিষয়: সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ,১৯৮৩ এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ১৯৮৩ (সংশোধীসহ)

দেশের শৃংঙ্খলা ও উন্নয়নের স্বার্থে কল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন করা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। সম্পদের সুরক্ষার জন্য আইনের প্রয়োজন। সম্পদের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে সংরক্ষণশীলতাকে গুর"ত্ব দিতে হয় আর এই সংরক্ষণশীলতার জন্যে যুগোপযোগী আইন প্রণীত হয়ে থাকে । আমাদের দেশ বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। মিঠাপানির মাছের পাশাপাশি সামুদ্রিক মাছও আমাদের মৎস্য সম্পদের অন্তর্ভূক্ত। জনজীবনের দৈনন্দিন প্রাণিজ আমিষের যে চাহিদা তার প্রধান যোগান আসে মাছ থেকে। রফতানী আয়েরও একটি বৃহৎ অংশ আসে মৎস্য খাত থেকে। তাই মৎস্য সম্পদের সুষম বন্টন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য দেশে বিভিন্ন আইন রয়েছে। এর বাইরেও রয়েছে কিছু অধ্যাদেশ ও বিধি-বিধান। বর্তমান নিবন্ধে সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশের এর বিভিন্ন বিধিবিধান নিয়ে আলোচনা করা হবে। শুর"তে দেশে মৎস্য সম্পর্কিত প্রচলিত আইনসমূহের একটি তালিকা দেয়া হলো।

২.০ দেশে বর্তমানে প্রচলিত মৎস্য আইন সমূহের শিরোনাম নিম্নরূপঃ

২.১ দি ইষ্ট বেঙ্গল প্রটেকশন এন্ড কনজারভেন অব ফিশ অ্যাক্ট, ১৯৫০ (ইষ্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট ১৮, ১৯৫০) (সংশোধনী ১৯৬৩, ১৯৭০, ১৯৮২, ১৯৮৫, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ২০০০) সংক্ষেপে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ (সংশোধনী সহ): খাল-বিল, নদী-নালা, হাওর-বাঁওড় ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ তথা সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই আইন প্রণীত হয়। বিভিন্ন সময়ে আইনের কিছু সংশোধনী এনে এই আইনকে যুগোপযোগী করা হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক উৎস থেকে যে কোন জলজ প্রাণির পোনা ধরার বিষয়েও এ আইনের সংশোধনী রয়েছে।

২.২ দি ট্যাংক ইমপ্র"ভমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৩৯ (বেঙ্গল অ্যাক্ট-১৫, ১৯৩৯) সংশোধনী- ১৯৮৭ সংক্ষেপে পুকুর উন্নয়ন আইন ১৯৩৯ (সংশোধনী সহ): পতিত পুকুর মাছ চাষের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে এই আইন প্রণয়ন করা হয।

২.৩ দি ফিশ এন্ড ফিশ প্রোডাক্টস (ইন্সপেকশান এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ (অর্ডিন্যান্স নং- ২০, ১৯৮৩)। সংক্ষেপে মৎস্য মাননিয়ন্ত্রন আইন: মাছের স্বাস্থ্যসম্মত প্রক্রিয়াজাত করণ ও গুণগত মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য এ আইন।

২.৪ চিংড়ি চাষ অভিকর আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনে ৫৩ নং আইন)। চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য এ আইনের উৎপত্তি। এতে চিংড়ি চাষ যোগ্য জমির বিপরীতে অভিকর আরোপের বিধান রয়েছে।

২.৫ নং- এস-আর-ও ২৩৫- আইন/৮৯, জুলাই, ১, ১৯৮৯ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (ইনকাম ট্যাক্স, ১৯৮৪, নংঃ- ৩৬, ১৯৮৪ অনুসারে)ঃ মৎস্য ও গবাদিপশুর খামারিদের প্রদেয় আয়কর ৩০ শে জুন ২০০৮ সাল পর্যন্ত সময়কালের জন্য মওকুফের নিমিত্তে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।

২.৬ নং- শিম/শিনী/-৩/বি-২/৯১/৩১ মে ২৬, ১৯৯১, শিল্প মন্ত্রণালয়। এই বিধির মাধ্যমে হ্যাচারি ও মৎস্য চাষকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

২.৭ দি মেরিন ফিশারিজ অর্ডিন্যান্স, ১৯৩ (অর্ডিন্যান্স নং- ৩৫,১৯৮৩)। সংক্ষেপে সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ১৯৮৩: উক্ত অধ্যাদেশের আওতায় পরবর্তীতে দি মেরিন ফিশারিজ র"লস্ ১৯৮৩ ও দি মেরিন ফিশারিজ র"লস্, ১৯৮৩ এর সংশোধন, ১৯৯২ নামে বিধানাবলী জারি করা হয়। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য এই আইন বলবৎ আছে।

৩.০ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের জন্যে আন্তর্জাতিক আইনঃ সমুদ্রের পাশ্ববর্তী দেশ অর্থাৎ রাষ্ট্রসমূহ যেমন সমুদ্রের একাংশের সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার করতে পারে তেমনি পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের অধিকার রয়েছে ঐ সমুদ্রের সম্পদ প্রাপ্তির। এ সকল বিষয়ে সীমা নির্ধারণের জন্য ১৯৫৮ সনে জাতিসংঘের প্রথম সমুদ্র আইন বিষয়ক বৈঠক হয়। সেখানে ইউ.এন. কনভেনশন অন দি ল অব দি সি, ১৯৫৮ বা (UNCLOS-I) গৃহীত হয়। এটি জেনেভা কনভেনশন নামেও পরিচিত। এতে উপকূলবর্তী সমুদ্র (Territorial Sea), মহীসোপান (Continental Shelf), দূরবর্তী সমুদ্র (High Sea) ও সাগরের জীবিত সম্পদের সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা নির্ধারিত হয়। এ সময়েই সমুদ্র তটরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত এলাকা উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা নির্ধারিত হয়। সেখানকার সকল জীবিত সম্পদ অর্থাৎ মৎস্য সম্পদ সহ অন্যান্য সম্পদ আহরণ ও সংরক্ষণের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়। এই ২০০ নটিক্যাল মাইলের পরবর্তী উম্মুক্ত সাগর (High seas) সবার জন্য খোলা। এই গভীর সমুদ্রে (Deep Sea) যে কোন দেশ যে কোন সম্পদ আহরণ করতে পারবে।

৪.০ দি মেরিন ফিশারিজ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ (অর্ডিন্যান্স ৩৫, ১৯৮৩): ১৯৮৩ সালের ৭ জুলাই বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য দি মেরিন ফিশারিজ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ (অর্ডিন্যান্স নং- ৩৫, ১৯৮৩) জারি করা হয়। কুড়ি পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই অর্ডিন্যান্সের মোট ১৫টি অংশে (Part) সর্বমোট ৫৫টি সেকশান ও ৭৪টি সাব-সেকশান রয়েছে। এই অর্ডিন্যান্স-এ প্রশাসন, লাইসেন্স প্রদান, স্থানীয় ও বিদেশিদের দ্বারা মৎস্যাহরণ (Fishing Operation), আপীল, নিষিদ্ধ মৎস্যাহরণ পদ্ধতি, সামুদ্রিক অভয়ারণ্য (Marine Reserve) অথরাইজড কর্মকর্তাদের ক্ষমতা বিন্যাস, অপরাধ ও আইনগত ব্যবস্থা এবং প্রাসঙ্গিক বিধিবিধানের বিস্ড়রিত রয়েছে। পূর্বেই উলেখ করা হয়েছে যে, পরবর্তীতে এই আইনের আলোকে দি মেরিন ফিশারিজ র"লস্, ১৯৮৩ ও ১৯৯২ সালে এর সংশোধনী জারি করা হয়। সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এবং এর আলোকে প্রণীত সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ১৯৮৩ এর প্রধান বৈশিষ্ট গুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

৪.১ এ আইনের উদ্দেশ্যাবলীর যথাযথ প্রয়োগ, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, সুপারভিশন ও উন্নয়নের সার্বিক দায়-দায়িত্ব একজন 'পরিচালক' (বর্তমানে উপ-পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য, চট্টগ্রাম) এর উপর ন্যস্ড়।

৪.২ প্রতিটি মৎস্য নৌযান (ট্রলার এবং যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান) এর জন্য নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে (ক্ষেত্র বিশেষে ২০০-১৮,০০০/= টাকা) বাৎসরিক ফিশিং লাইসেন্স (জানুয়ারি- ডিসেম্বর মেয়াদে) গ্রহণ বাধ্যতামূলক (তবে, উক্ত বিধি স্থানীয় অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৫-এর পর থেকে কার্যকর হয়েছে)।

৪.৩ লাইসেন্সধারীর জন্য আহরণকৃত ও বিক্রয়কৃত মৎস্য সম্পর্কিত তথ্যাদি পরিচালক-এর নিকট সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক।

৪.৪ লাইসেন্সকৃত মৎস্য নৌযান-জাহাজ চলাচল পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না।

৪.৫ লাইসেন্সধারী কিংবা বিপদগ্রস্থ বা আইনানুগ প্রয়োজন ব্যতীত বাংলাদেশের মৎস্য জলসীমায় কোন বিদেশী মৎস্য নৌযানের আগমন নিষিদ্ধ।

৪.৬ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বিদেশী মৎস্য নৌযান সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৪.৭ সরকার যে কোন ভেসেল বা ব্যক্তিকে বাংলাদেশের জলসীমায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য শর্তসাপেক্ষে অনুমতি প্রদানের এখতিয়ার সংরক্ষণ করেন।

৪.৮ অথরাইজড অফিসার মৎস্য নৌযান থামানো, পরীক্ষা করা, অংগনে প্রবেশ করা, ভেসেল বাজোয়াপ্তকরণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

৪.৯ সীজকৃত ভেসেল ও ক্রুকে নিকটবর্তী বন্দরে নেয়া যাবে।

৪.১০ অধ্যাদেশের ধারা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বিনা ওয়েরেন্টে আটককৃত ব্যক্তিকে নিকটবর্তী থানায় হস্ড়ান্ড়র করতে হবে।

৪.১১ পঁচনশীল দ্রবাদি বিক্রয়যোগ্য।

৪.১২ অথরাইজড অফিসার বা তার অনুগামী কর্তৃক অধ্যাদেশের বা তদাধীনে প্রণীত বিধানাবলী প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে সরল বিশ্বাসে গৃহীত পদক্ষেপের বির"দ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

৪.১৩ জালের ফাঁসের আকার হবে নিম্নরূপঃ

ক. চিংড়িধরার ট্রল নেটের শেষপ্রান্ড়ে (Cod End) জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ৪৫ মিলিমিটার।

খ. মাছ ধরার ট্রল নেটের শেষ প্রান্ড়ে জালের ফাঁসের আকার হবে ৬০ মিলিমিটার।

গ. বড় ফাঁসযুক্ত ভাসান জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ২০০ মিলিমিটার।

ঘ. ছোট ফাঁসযুক্ত ভাসান জালের ফাঁসযুক্ত ভাসান জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে- ১০০ মিলিমিটার।

ঙ. বেহুন্দি জালের শেষ প্রান্ড়ে জালের ফাসের আকার হবে কমপক্ষে ৪৫ মিলিমিটার।

৪.১৪ বাজেয়াপ্তকৃত ভেসেল উহার সমুদয় আনুষংঙ্গিক মালামালসহ সরকার কর্তৃক নিস্পত্তিযোগ্য।

৪.১৫ মৎস্য আহরণ এলাকা ঃ

ক. সর্বোচ্চ জোয়ারে বেহুন্দি জাল, বড়শি, ছোট ও বড় ফাঁসের ভাসান জালদ্বারা ৪০ মিটার গভীরতা পর্যন্ড় মৎস্য আহরণ এলাকা সীমাবদ্ধ।

খ. সর্বোচ্চ জোয়ারে ৪০ মিটার গভীরতার বাইরে ট্রলারদ্বারা মৎস্য/চিংড়ি আহরণ এলাকা নির্ধারিত।

৪.১৬ যে সব পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধঃ

ক বিধিবদ্ধ বিনিদের্শক-এর কম ফাঁস বিশিষ্ট জালের ব্যবহার।

খ. বিস্ফোরক, বিষ এবং অন্যান্য অবশকারী দ্রব্যাদি ব্যবহার।

গ. যে কোন সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের জন্য বিদ্যুতায়ন প্রক্রিয়ার ব্যবহার।

৪.১৭ বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য আহরণের জন্য প্রয়োজনঃ

ক. ফিশিং লাইসেন্স।

খ. প্রয়োজনীয় সনদপত্র যেমন: মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন, ইন্সপেকশন সার্টিফিকেট ইত্যাদি।

গ. জাতীয়তা প্রদর্শনকারী পতাকা ও দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিচিতি চিহ্ন।

ঘ. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণরত প্রত্যেকের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক জারিকৃত পরিচয় পত্র।

৪.১৮ চিংড়ি ট্রলারের জন্য ৩০% সাদামাছ আহরণ ও অবতরণ বাধ্যতামূলক।

৪.১৯ মৎস্য অবতরণ ও ট্রান্সশিপমেন্টের সময় অথরাইজড অফিসারের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

৪.২০ ট্রলারের জন্য প্রতি ট্রীপে গমনের পূর্বে প্রিসেইলিং পারমিশন গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

৪.২১ ফ্রিজার ট্রলারের সেইলিং পারমিশন হবে সর্বোচ্চ ৩০ দিনের এবং নন-ফ্রিজার ট্রলারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫ দিনের জন্য।

৪.২২ সামুদ্রিক মৎস্য সারভেইলেন্স চেক পোস্ট বা অন্যত্র অবস্থানরত অফিসারের নির্দেশে সাড়া দেয়া প্রতিটি মৎস্য নৌযানের জন্য বাধ্যতামূলক।

৪.২৩ ক. প্রতিটি ট্রলারে মেরিন ফিশারি একাডেমী থেকে পাশকৃত ৩ জনকে নিয়োজিত করা বাধ্যতামূলক।

খ. প্রতিটি মৎস্য নৌযানে (ট্রলার ব্যতীত) সরকার অনুমোদিত মেরিন ডিজেল ট্রেনিং স্কুল সনদ প্রাপ্ত ৯ জনকে নিয়োজিত করা বাধ্যতামূলক।

৪.২৪ উক্ত আইনের বিধানাবলীর লংঘন –মৎস্য নৌযান বাজেয়াপ্তকরণসহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৫.০ আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধানঃ সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বাস্তব সমস্যা রয়েছে। সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে সম্ভাব্য সমাধানের বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।

৫.১ সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের জনবল খুবই সীমিত। দেশের উপকুলবর্তী জেলা সমূহে এ দপ্তরের স্থাপনা প্রয়োজন। এতে করে মৎস্যজীবী ও প্রশাসনের পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য সাম্প্রতিক কালে এ বিষয়ে কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

৫.২ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও বিতরণের সঠিক পরিসংখ্যান নেই। শক্তিশালী ডাটাবেজ (Database) করে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগী করতে হবে। বর্তমানে 'বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পে'র মাধ্যমে এ বিষয়ে কতিপয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

৫.৩ সমুদ্র, মৎস্য সম্পদ, আইন, আইনের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক গণসংযোগ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন।

৫.৪ আইনের প্রয়োগের বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়ে ও আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। কিছু কিছু বিষয়ে একাধিক বিভাগ, মন্ত্রণালয়, এজেন্সি জড়িত থাকায় কাজের সমন্বয় সময়সাপেক্ষ হতে পারে। এ অবস্থার নিরসন হওয়া কাম্য।

৫.৫ কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। যেমন: মাছ ধরার যান্ত্রিক নৌযানের লাইসেন্স করতে হলে আগে সেই নৌযানের ইঞ্জিনের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রয়োজন পড়ে-সেটা বাণিজ্যিক নৌবিভাগের এখতিয়ারভূক্ত। মৎস্য অধিদপ্তর ফিটনেস সার্টিফিকেট থাকা সাপেক্ষে মাছ ধরার জন্যে লাইসেন্স দিচ্ছে। অর্থাৎ লাইসেন্সিং কাজে একজন আবেদনকারীকে দুটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে যেতে হয়, তাই অনেক ক্ষেত্রে নৌযানের মালিকেরা লাইসেন্স করতে আগ্রহী হন না। এ বিষয়টি বিবেচনায় এনে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' প্রদান করা গেলে লাইসেন্সকৃত মৎস্য নৌযানের সংখ্যা বাড়বে এবং বিদ্যমান লাইসেন্সিং কার্যক্রম অনেক সহজ ও সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে।

উপসংহার ঃ

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আমাদের জাতীয় সম্পদ একটি বিশেষ ধরণের জলজ সম্পদ-যার প্রবৃদ্ধি ঘটে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরযোগ্য এই সম্পদ। একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে আহরণ করা না হলে মাছ মরে যাবে। এতে যেমন সম্পদের অপচয় ঘটবে তেমনি আবার সহনশীল মাত্রার অধিক আহরিত হলেও এ সম্পদ নিঃশেষিত হয়ে যাবে। বহু প্রজাতির ও বহু আহরণ পদ্ধতির (Multi Species and multigear) এই উন্মুক্তজলের (Open water) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদকে সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রায় আহরণ করতে হবে- আবার সংরক্ষণও করতে হবে। এজন্যে সংশিষ্ট সবাইকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এগিয়ে আসতে হবে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার অংশীদার হয়ে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের জন্য, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমিষ চাহিদা মেটাতে এছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।